শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা।

ও

শ্রীমচ্চৈতন্য দেবের জীবন বৃত্তান্ত।

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুক মুখাদমৃত দ্রব সংযুতং।
পিবত ভাগবতং রস মালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

সুরস সার যুতং ফল মএষং,
বিরসতাদি বিরুদ্ধ গুণঞ্চ তৎ।
ত্যজ অসার মিতো মধুপায়িতঃ,
রসিক সার রসং পিব ভাবুক॥ ২

কলিকাতা

চোরবাগান ৭৭ সংখ্যক ভবনে স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীপঞ্চানন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯০।

পূর্ব্বাভাষ।

শ্রীমচ্চৈতন্য প্রভু রামানন্দ রায়কে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহা শ্রীপরমানন্দ ভ্রমরবর নামক জনৈক উৎকলবাসী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যগীতা গ্রন্থরূপে সংগৃহীত হয়। তাহার বহু দিবস পরে বঙ্গদেশনিবাসী শ্রীহরিভক্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে উৎকল দেশেই ঐ গ্রন্থখানি আমার হস্তে পড়িয়াছিল, কিন্তু উহা যেরূপ কদর্য্য অক্ষরে ও নিকৃষ্ট ছন্দে লিখিত ছিল, তাহাতে ঐ পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে আমার কখনই ইচ্ছা হয় নাই। সম্প্রতি ... বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল পাঠে আমার মন পরমার্থাশ্রয় করায় ঐ

আলঙ্কার অনেক স্থানের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে না পারায় অলঙ্কারের দোষ রহিল। ভরসা করি, পাঠক মহাশয়দিগের ভক্তিজনিত অশ্রুদ্বারা ঐ সকল সামান্য দোষ আবরিত রহিবে।

চৈতন্য প্রভুর বিবরণ সাধারণে জ্ঞাত নহেন, এজন্য চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, ভক্তমাল এবং রূপ গোস্বামী ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা হইতে ঐ মহাপুরুষের জীবনচরিত সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

শ্রীসচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার।

শ্রীমচ্চৈতন্য চরিত।

১৪০৭ শকাব্দায় দোলযাত্রার দিবসে চৈতন্য প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ দিবস রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। নব প্রসূত সন্তানের মুখ দেখিয়া জগন্নাথ ও শচী পূর্ব্বজাত আট কন্যার মৃত্যু শোক ভুলিয়াছিলেন। শচীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবকুমারের হস্তপদাদি দর্শন করিয়া সামুদ্রিকের এই শ্লোকটী পাঠ করত দৌহিত্রের ভাবি মহত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ

বাল্য কালেই তাঁহার উচ্চ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা শচী তাঁহাকে খই ও সন্দেশ খাইতে দিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন; পরে তথায় পুনরাগত হইয়া দেখিলেন যে, নিমাই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছেন; তাহাতে শচী সক্রোধে তাঁহাকে তিরস্কার করায় বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন, হে মাতঃ! আমাকে কি জন্য তিরস্কার করিতেছ, আমি মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই খাই না। তুমি আমাকে যে খই ও সন্দেশ দিয়াছ, তাহাও মৃত্তিকার বিকার মাত্র। এই কথা শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

বিশ্বম্ভর ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাকে একটী দুরন্ত বালক বলিয়া সকলে বলিতে লাগিল। তিনি অন্যান্য বালকদিগকে প্রহার করিতেন, কোন কোন দিন গৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া অদৃশ্য হইতেন, এবং কখন কখন কিছু

করিতে নিষেধ করিতেন। তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ দেখিলে, তোমাদিগের উত্তম স্বামী ও পুত্র হউক, এইরূপ বরপ্রদানদ্বারা কৌতুক করিতেন। এক দিবস বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী গঙ্গাস্নান ও দেবপূজার জন্য গঙ্গাতীরে আগতা হইলে বিশ্বম্ভর তাঁহার নিকট পূজা যাচ্ঞা করায় লক্ষ্মী তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি পুষ্প চন্দন অর্পণ করিলেন। এই দিবস হইতেই ইঁহাদের ভাবী পরিণয়ের প্রেমরূপ বীজ বপন হইল। এই প্রকার নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা শচী অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করায় তিনি উচ্ছিষ্ট পাত্রের উপর উপবেশন করিলেন। শচী তাঁহাকে গঙ্গা স্নান করিতে উপদেশ দেওয়ায় তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীর অশুচিতা নাই বলেন। ইত্যবসরে জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বম্ভরকে দ্বাদশ কলা ইত্যাদি শিক্ষা দেন।

বিশ্বম্ভর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করেন। এই সময়ে নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করেন। নবদ্বীপে এই কালে ন্যায় শাস্ত্রের প্রচুর আলোচনা ছিল। বোধ করি, চৈতন্য আপন বুদ্ধিবলে তর্কশাস্ত্রের জ্ঞান এই সময়েই সংগ্রহ করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বিখ্যাত তিন জন শিষ্যের মধ্যে বিশ্বম্ভর প্রধান ছিলেন। স্মৃতিকর্ত্তা রঘুনন্দন ও চিন্তামণি গ্রন্থের দীধিতিনামক টীকালেখক রঘুনাথ শিরোমণি

অপর দুই জন ছাত্র ছিলেন। তর্কশাস্ত্র যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, তাহা তাঁহার গম্ভীর হৃদয়ে এই কালেই প্রতীয়মান হইয়াছিল। মাতাকে একাদশীর দিবস অন্নাহার করিতে নিষেধ করায় বোধ হয় যে বাল্যকালে চৈতন্যের বাহ্য বৈষ্ণবাবতার প্রতিও দৃষ্টি ছিল। বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিশ্বরূপ। তাঁহার যৌবনাবস্থা দর্শন করিয়া জগন্নাথ মিশ্র ও শচী তাঁহার বিবাহ দিতে উদ্যোগ করেন। বিশ্বরূপ বৈরাগ্য গ্রহণ করায় স্ত্রী-গ্রহণ না করিয়া বাটী হইতে পলায়ন করিলেন। ইহাতে মিশ্র ও শচী অতিশয় দুঃখিত হওয়াতে বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করেন।

ভাল হইল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতাকুল মাতাকুল দুই উদ্ধারিল॥
আমি ত করিব তোমা দুহুঁার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন॥

এক দিবস বিশ্বম্ভর নৈবেদ্যতাম্বূল ভক্ষণচ্ছলে ভূমিতে পড়িয়া অচেতন হইলেন। পিতা মাতা ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিলে তিনি কহিলেন, বিশ্বরূপ আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছিলেন, তাহাতে আমি এই উত্তর করিয়াছি।

---

* পদ্যগুলি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থহইতে উদ্ধৃত।

আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা।
আমি হ বালক সন্ন্যাসের কিবা কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃমাতৃসেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥

এই প্রকার নানাবিধ ঘটনা হইতে হইতে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বম্ভর পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া কিয়দ্দিবসান্তরে বনমালী ঘটকের ঘটকালির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহস্থধর্ম্মের পত্তন করিলেন।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

তদনন্তর বিশ্বম্ভর শিষ্যদিগকে পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি এত দূর তীক্ষ্ণ যে, বহু বহু পণ্ডিত লোক তাঁহার নিকট পরাজয় মানিতে লাগিলেন। এইরূপ অলৌকিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়ায় অন্যান্য চতুষ্পাঠী হইতে শিষ্য সকল তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তাঁহার সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তন ও জলক্রীড়াদ্বারা শিষ্যগণ পরম সুখী হইতেন।

এই প্রকারে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বিশ্বম্ভর পূর্ব্ব দেশ ভ্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। এই কাল হইতেই বিশ্বম্ভর মনে মনে বৈরাগ্য গ্রহণ

করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক হইয়া উঠিলেন। চৈতন্য যে গ্রামে উপস্থিত হন, সেই গ্রামেই তাঁহার শিষ্যসংগ্রহ হয়। সংকীর্ত্তনব্যবস্থা সাধারণে প্রদান করিয়া সকলকে চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। এই যাত্রায় তপনমিশ্র নামক কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত নবদ্বীপে আসিতে চাহিলে প্রভু তাঁহাকে কাশীতে যাইতে কহিলেন। বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বদেশে অবস্থিতি কালে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়।

নবদ্বীপে পুনরাগত হইয়া বিশ্বম্ভর শচী মাতাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া শান্ত করিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত উদ্বাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে পুনরায় তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। এক দিবস রাত্রিযোগে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বিশ্বম্ভর জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গাতীরে বিদ্যালাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কহিলেন, হে নিমাই! তুমি যে কলাপ ব্যাকরণ শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করাও, তাহা তুমি স্বয়ং বুঝিতে পার কি না, তাহার কিছু পরিচয় দাও। প্রভু ইহাতে উত্তর করিলেন, হে বুধাগ্রগণ্য! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ; আমি যাহা পড়াই, তাহা আমি ও আমার শিষ্যগণ সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গঙ্গাদে-

রীর কিছু বর্ণনা করুন। তাহাতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এই শ্লোকটী প্রস্তুত করিয়া পাঠ করিলেন।

মহত্বং গঙ্গায়াঃ সতত মিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়া শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা,
ভবানী ভর্ত্তুর্যাশিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

প্রভু এই শ্লোকের অনেক প্রশংসা করিয়া ইহাকে আবৃত্তি করিলেন। তাহাতে দিগ্বিজয়ী তাঁহার স্মৃতি শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রভু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে ঐ শ্লোকের দোষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে কহিলে পণ্ডিত কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন হে নিমাই! তুমি কেবল বৈয়াকরণিক তোমার অলঙ্কার শাস্ত্র বুঝিবার অধিকার নাই। ইহাতে প্রভু বিনীত ভাবে ঐ শ্লোকের অর্থ করিয়া পঞ্চালঙ্কারের দোষ দেখাইলেন। দিগ্বিজয়ী ঐ ব্যাখ্যায় বিস্মিত হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া রাত্রে নানাবিধ বিচারের দ্বারা পর দিবস প্রভুর শরণ লইলেন। প্রভু তাঁহাকে অমূল্য হরিভক্তি প্রদান করিলেন।

এই প্রকার নানাবিধ বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া অন্যান্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগের অপেক্ষা তিনি অধিকতর যশোলাভ করিতে লাগিলেন। প্রভুর শিক্ষায় কেবল ঐহিকের জন্য উপদেশ সকল ছিল, এমত নহে; তিনি ছাত্রদিগকে ও অপর সাধা-

গণকে হরিভক্তি বিতরণ করিয়া সকলের পারত্রিকের মঙ্গল সাধন করিতেন। এই সময় বিশ্বম্ভর গয়াধামে গমন করেন। তথায় ঈশ্বরপুরীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই প্রভু স্বদেশে পুনরাগত হইয়া প্রেম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য বিশ্বম্ভরের এতাদৃশ কার্য্য সকল সমালোচন করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলেন। যাঁহার জন্মদিবস তিনি নবদ্বীপ গ্রামে আসিয়া নানাবিধ আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন, যাঁহাকে শিশুকালে স্নেহপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, যাঁহার বাল্যলাবণ্য দর্শন করিয়া তিনি ও তাঁহার গৃহিণী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেই বালক এক্ষণে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দপ্রবাহে জগৎ সংসার প্রবাহিত করিতেছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিলনা। শাস্ত্রবিদ্যায় নিপুণতা, অদ্বিতীয় মনোহর রূপলাবণ্য, সীমাতীত নম্রতা বিশ্বম্ভরে দৃষ্টি করিয়া আচার্য্য স্বীয় ঔদার্য্য গুণে তাঁহার প্রচারকার্য্যের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। অল্প কালের মধ্যেই অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলেন। শ্রীবাসও আচার্য্যের অনুগামী হইয়া প্রভুকে অভিষেক করিলেন। এই সময় হইতে প্রভু ইঁহাদিগের গুরু হইয়া উঠিলেন।

ইহার পূর্ব্ব হইতে নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ় দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত স্বরূপ সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেন। কি আশ্চর্য্য ঘটনা যে, চৈতন্য মহাপুরুষের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রচারকার্য্যের দ্বারা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। জগতের যাবতীয় বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সকল অবতার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, কিন্তু অবতারদিগের আগমনের জন্য জগদীশ্বর নানাবিধ ঘটনার দ্বারা আনুকুল্য করিয়া থাকেন! যেরূপ গৃহনির্ম্মাতা কারিকর দ্রব্য সকল সংগৃহীত না পাইলে কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারেন না, তদ্রূপ ঘটনার সাহায্য না পাইলে অবতারগণও কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শক্ত হন না। ঈশ্বর যখন অবতারের আনুকুল্য করিতে চাহেন, তখনই কেবল অবতারের কার্য্যে ফল উৎপন্ন হয়। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈ-তের আবির্ভাব হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্যের গুণসৌরভে নবদ্বীপে আকর্ষিত হইয়া প্রভুর সহিত সংমিলিত হইলেন। গঙ্গা যেমন সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতে করিতে অন্যান্য নদনদীগণকে সঙ্গিনী করিলেন, মহাপুরুষ চৈতন্য তদ্রূপ প্রেমসমুদ্রে পড়িবার পূর্ব্বে অন্যান্য মহাপুরুষ সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। সকলে একত্রিত হইয়া মহাসমারোহে হরিনাম সংকীর্ত্তনদ্বারা প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য প্রভুর এই

সময়ে ভাবাবেশ হইতে লাগিল। কোন দিবস বা এক প্রহর কোন দিবস বা চারি প্রহর কোন দিবস বা সপ্ত প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেমাবেশ থাকিত। এই সকল ধর্ম্মপ্রচারপ্রসঙ্গে নবদ্বীপের অনেক অসাধু লোক সাধুত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে জগাই মাধাই দুইটী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব পাপীর উদ্ধারকার্য্য সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। নিম্নলিখিত শ্লোকটীই মহাপুরুষদিগের মুল সূত্র হইল।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

চৈতন্যের প্রথম উপদেশ এই যেঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

এক বৎসর পর্য্যন্ত মহাপুরুষগণ শ্রীবাসের বাটীতে সংকীর্ত্তন অভ্যাস করিতেন, অপরাপর কোন ব্যক্তিকে তথায় আসিতে দিতেন না। গোপাল চাপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই সকল সদনুষ্ঠানের নানা প্রকার ব্যাঘাত করিতেন, কিন্তু সত্যের এরূপ প্রভাব যে, বহু দিবস পরে যখন প্রভু সন্যাসী হইয়া বঙ্গে পুনরাগমন করিলেন, তখন গোপাল মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে প্রভু তাহাকে শ্রীবাসের নিকট অপরাধ ক্ষমার জন্য যাইতে উপদেশ দেন,

গোপাল তদ্রূপ করিলে শ্রীবাস তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

মহোৎসবের ভিত্তিমূল নবদ্বীপেই পত্তন হয়। প্রতিদিবস কীর্ত্তনের পর সকলে একত্রিত হইয়া একটা বারমাসিয়া আম্র বৃক্ষের ফল সেবা করিতেন। ইহাকে আম্র মহোৎসব বলিয়া বিখ্যাত করা হইয়াছিল। এক বৎসর পর্য্যন্ত দ্বার রুদ্ধ করত সংকীর্ত্তনের পর নগরসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গ্রামের কাজী ইহাতে প্রতিবন্ধক হইলেন। চৈতন্য প্রভু ধর্ম্মবিচারের দ্বারা কাজীকে পরাজয় করিয়া সংকীর্ত্তনের বাধা ঘুচাইয়া দিলেন। কোন২ গ্রন্থকারের মতে অলৌকিক কার্য্যের দ্বারা কাজী ভীত হইয়া চৈতন্যের নিকট গোপনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করে।

এই প্রকার কর্য্যের সাফল্য দৃষ্টি করিয়া অধ্যাপকগণের হিংসা হইতে লাগিল। তর্কের দ্বারা চৈতন্যকে জয় করিতে অশক্ত হইয়া অধ্যাপকগণ আপনআপন শিষ্যের সহিত প্রভুর নিন্দা আরম্ভ করিলেন স্থানে স্থানে নানাপ্রকার নিন্দা করাতে প্রভুর কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইতে লাগিল। বোধ হয়, ঐ সকল কুতর্কী ব্রাহ্মণদিগের কৃত অপযশে অনেক সাংসারিক লোকদিগের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণার উৎপত্তি হইল। সত্য ও ভ্রম এ দুয়ের বন্ধুতা কখনই হইতে পারে না। সত্য ধর্ম্মের আবির্ভাব হইলেই মিথ্যা তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ অবশ্যই করিবে,

কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় হয়। দর্শনশাস্ত্রশিক্ষক পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিতে সমর্থ নহেন, যেহেতু তাঁহাদের মত প্রায়ই ভ্রমমূলক। এজন্য নদীয়া নগরে অতি শীঘ্রই চৈতন্যের প্রচারকার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ মহাপুরুষেরা স্বদেশে অতি শীঘ্রই মান্য হইতে পারেন না, যেহেতু স্বদেশ-বাসী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বাল্যবিবরণ অবগত থাকায় তাঁহাদের প্রতি শীঘ্রই শ্রদ্ধার্পণ করিতে স্বীকার করেন না। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া বিশ্ব-ম্ভর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাই স্থির করিলেন। ঐ সময়ে কেশব ভারতী নামক জনৈক সন্ন্যাসী নদীয়া নগরে আইলেন। প্রভু তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম অর্পণের জন্য অনুরোধ করায় ভারতী তাহাতে সম্মত হইয়া কাটো-য়ায় যাত্রা করিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া কেশব ভারতীর নিকট কাটোয়া নগরে গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মুকুন্দ দত্তের সাহা-য্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দণ্ড ধারণ করিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসধর্ম্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইলেন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চৈতন্য প্রভু তিন দিবস ভ্রমণ করিলেন। তৎপরে বৃন্দাবনযাত্রা করিতে মনন করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ দত্ত এই তিন

জন ছিলেন। বোধ হয়, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের গোপনীয় পরামর্শে অথবা চৈতন্য প্রভুর সাংসারিক বন্ধুগণকে পুনর্দর্শনের অভিলাষ হওয়ায় নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর ঘরে লইয়া আইসেন। তাঁহার জননী শচীও তথায় আনীতা হন। চৈতন্য যদিও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার মাতার প্রতি অনেক ভক্তি প্রকাশ করিয়া, তাঁহার সেবা করিতে অশক্ত হওয়ার জন্য, দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শচীর নিকট তিনি পরামর্শ প্রার্থনা করায়, তিনি তাঁহাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে থাকিতে অনুমতি করিলেন। মাতৃ-আজ্ঞা অনুসারে প্রভু বৃন্দাবন গমন করার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে বাস স্থির করিলেন। শান্তিপুরে অবস্থিতি কালে প্রভু শচী মাতাকে এই রূপ কহেন ঃ—

কাঁদিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমাহোতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমায় কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥

এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হৈয়া আই কোলে করে আর বার॥

ইহার পূর্ব্বেই হরিদাস প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। প্রভুর যখন নীলাচলে থাকিবার বিষয় স্থির হইল, তখন হরিদাস এইরূপ কহিলেন।

হরিদাস কাঁদি কহে করুন্ বচন।
নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম না পাইনু তোমার দরশন।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন।

হরিদাস জাতিতে এত নীচ ছিলেন যে, তাহার শ্রীক্ষেত্রে যাইবার অধিকার ছিল না, এজন্য চৈতন্য প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক উদার স্বভাব প্রকাশ করিয়া এইরূপ কহিলেন ঃ—

তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম।

এই প্রকার সকল বিষয়ের সমাধান করত ও আপন জননীকে অদ্বৈতের নিকট সমর্পণ করিয়া চৈতন্য প্রভু নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নানা দেশ অতিবাহিত করিয়া রেমুণা গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে কয়েক দিবসে যাজপুর গ্রামে আইলেন। তদনন্তরে কটক নগর হইয়া ভুবনেশ্বরপথে গমন করিলে, কমলপুর নগরে উপ-

স্থিত হইয়া কপোতেশ্বর দর্শন করিবার জন্য নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড অর্পণ করত একক যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ ইত্যবসরে প্রভুর গচ্ছিত দণ্ড ভগ্ন করিয়া জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর প্রভু প্রত্যাগমন করিয়া আঠার নালা পর্য্যন্ত সঙ্গিগণ সহ উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দের নিকট হইতে গচ্ছিত দণ্ড চাহিলেন। নিত্যানন্দ কহিলেন, হে প্রভো! তোমার দণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, অতএব তোমার যেরূপ বিবেচনা হয়, আমাকে দণ্ড কর।

প্রভু কহিলেন।

নীলাচল আসি মোর সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ড ধন ছিল তাহা না রাখিলা॥

এই বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ আসিতে আদেশ করিয়া একক শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি দর্শনে চৈতন্য প্রভুর প্রণয় ভাব উদয় হইল। শ্রীমূর্ত্তির ভক্তি উদ্দীপক শক্তি ভক্তগণ সততই বোধ করিতে পারেন। এইরূপ প্রেমাবেশে প্রভু অনেকক্ষণ থাকাতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে আপনার ঘরে শিষ্যগণের দ্বারা লইয়া গেলেন। ইত্যবসরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর পারিষদগণ সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন ও প্রভুর প্রেমাবেশ তাঁহার সার্ব্বভৌমের গৃহে স্থিতির বিষয় অবগত হইলেন। এমত সময়

গোপীনাথ আচার্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দ দত্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। নিত্যানন্দ প্রভুকে ভট্টাচার্য্য প্রণাম করিয়া সকলে প্রভুর অন্বেষণে সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সঙ্গে সকলেই জগন্নাথ দর্শন করিয়া পুনরাগত হইলেন। চৈতন্য প্রভু তৃতীয় প্রহরে চেতন প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রস্নান করত সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রসাদান্ন ভোজন করিলেন।

অনতিবিলম্বেই সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর বাহ্য পরিচয় হইল। সার্ব্বভৌম সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্য প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক নম্রতানুসারে সার্ব্বভৌমকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপ কয়েক দিবস গত হইলে, এক দিবস প্রভুর অনুপস্থিতে মুকুন্দ ও সার্ব্বভৌমের প্রভুর সম্বন্ধে নানাবিধ আলাপ হইতে লাগিল। চৈতন্য প্রভু কেশব ভারতীর শিষ্য শুনিয়া মধ্যম সম্প্রদায় বিবেচনা করিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অদ্বৈত মতাবলম্বী বৈদান্তিক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ বিষয়ে গোপীনাথ ও মুকুন্দ অনেক বিতর্ক করিয়া চৈতন্য প্রভুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। সর্ব্বভৌম এরূপ সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারিলেন না।

সার্ব্বভৌমের এপ্রকার মত শুনিয়া মুকুন্দ সাতিশয়

দুঃখিত হইয়া প্রভুর নিকট এ বিষয়ের উল্লেখ করিলেন প্রভু তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সার্ব্ব-ভৌম আমার মঙ্গল সর্ব্বতোভাবে অনুসন্ধান করেন, তাহাতে তাঁহার নিকট আমি সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

এক দিবস প্রভুর সহিত সার্ব্বভৌমের কথোপকথন হইতে হইতে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে অনুমতি করায় প্রভু তাহা স্বীকার করিয়া প্রতিদিবস সার্ব্বভৌমের পাঠ শ্রবণ করেন। এই প্রকার সাত দিবস শুনিলে পর সার্ব্বভৌম কহিলেন, হে কৃষ্ণ চৈতন্য! তুমি বেদান্ত বুঝিতে পার কি না? আমি যাহা পাঠ করি, তুমি তাহা নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছ, কোন অর্থ জিজ্ঞাসা কর না, ইহার কারণ কি? প্রভু উত্তর করিলেন, আপনার ভাষ্যার্থ,সূত্রার্থ নহে। অতএব সূত্রের অর্থ না শুনিতে পাইয়া আমার মন বিকল হইতেছে। ব্যাসদেব উপনিষদ অবলম্বন করিয়া সূত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ভাষ্যকার স্বক-পোলকল্পিত বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা করিয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বে দোষারোপ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ভ্রান্তিবশতঃ ঈশ্বরকে নির্গুণ ও নিরাকার স্থাপনা করেন, কিন্তু উপনিষদ্ ও মূল সূত্রে ঈশ্বরের কেবল প্রাকৃত অবয়ব গ্রাহ্য করেন নাই। প্রাকৃত অবয়ব ঈশ্বরের অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বর যখন স্বপ্রকাশ ও চিদা-নন্দময় সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্ম, তখন তিনি মানব

প্রকৃতির অপ্রাকৃত বিভাগের গ্রাহ্য হয়েন; অতএব তাঁহাকে নিতান্ত নিরাকার বলিলে ঈশ্বরের নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিবর্ত্তবাদীরা ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা বিশ্বাস করেন না, ইহাও তাঁহাদিগের ভ্রান্তি বলিতে হইবে। এই প্রকার শুনিয়া সার্ব্বভৌম অনেক প্রকার বিতর্ক করিয়া অবশেষে নিস্তব্ধ হইলেন। সার্ব্বভৌমকে বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া প্রভু কহিলেন, হে সর্ব্বভৌম মহাশয়! আপনি বিস্মিত হইবেন না। এ সকল বিষয় আলোচনা করা নিতান্ত অনাবশ্যক ও অকর্ম্মণ্য। ভগবানের প্রতি ভক্তি করাই পরম পুরুষার্থ। আত্মারাম সাধনাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অতএব হে গুরো! পরম ভাগবত হইয়া আত্মারাম সাধন করুন।

চৈতন্য প্রভুর এ প্রকার আচরণে সার্ব্বভৌমের মনের ভাব একবারে পরিবর্ত্তিত হইল। সেই দিবস অবধি সার্ব্বভৌম চৈতন্যের এক জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। সার্ব্বভৌম ও প্রভুর সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া নৃত্যগীতাদিদ্বারা বৈষ্ণব প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে উপস্থিত হন। চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে কুতর্ক হইতে উদ্ধার করিয়া বৈশাখ মাসে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদ্দেশ করাই তাঁহার গমনের উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন

তিনি একক যাইবার যত্ন পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্যান্তর থাকাও উপলব্ধি হয়। নিত্যানন্দের অনুরোধে অবশেষে কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রভু সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

ক্রমে ক্রমে প্রভু যে সকল দেশ অতিক্রম করিয়া যাত্রা করেন, সে সকল দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রোতঃ চলিতে লাগিল। কূর্ম্ম স্থানে প্রভু উপস্থিত হইলে উক্ত গ্রামে কুর্ব্ব নামক এক জন বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণটী প্রভুর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করায়, প্রভু এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন ঃ—

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর নিবা॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥

এই স্থানে বাসুদেব নামক এক ব্যক্তির কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য করিয়া তাহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিলেন। এই প্রকার নানা স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে কয়েক দিবসে প্রভু গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছামত গোদাবরী পার হইয়া একটী নিভৃত স্থানে উপবেশন করত প্রভু রামানন্দ রায়ের অপেক্ষায় হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই সময়ে মহাসমারোহে বহু পণ্ডিত সঙ্গে রামানন্দ রায় গোদাবরী স্নানে আসিতেছিলেন।

রামানন্দ রায় তৎকালে রাজমাহেন্দ্রীর অধিকারিত্বে প্রবৃত্ত ছিলেন। নানাবিধ বাদ্যরব হইতেছিল, ও রামানন্দ যৎকালে স্নান করিতেছিলেন, বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আপন আপন শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। এই সকল সাত্ত্বিক ক্রিয়া দর্শন করিয়া প্রভু তাঁহাকে রামানন্দ বলিয়া জানিতে পারিলেন, কিন্তু তথাচ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন। রামানন্দ রায় সন্ন্যাসী দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করত নমস্কার করিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার নাম জ্ঞাত হইয়া দুই জনে প্রেমে গদ গদ ভাবে ভূমিতে পতিত হইলেন। কতক্ষণ পরে প্রভু শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রামানন্দের নিকট ভক্তিশাস্ত্রের অনেকানেক বিষয় শুনিয়া তাঁহাকে যথার্থ বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলেন। ঐ গ্রামে প্রভুর দশ দিবস অবস্থিতি হইয়াছিল। প্রভু রামানন্দকে পুরুষোত্তম ধামে আসিতে অনুরোধ করিয়া দক্ষিণ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৌতমী গঙ্গা মল্লিকার্জ্জুন অহোবল নৃসিংহ সিদ্ধবট স্কন্দক্ষেত্র ও ত্রিমট এ প্রকার নানাবিধ সিদ্ধ স্থান দর্শনান্তে বৃদ্ধ কাশীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রভু উপস্থিত হইলে তথায় দার্শনিক পণ্ডিতগণের সহিত অনেক তর্ক হইল। অবশেষে বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত তাঁহার নবতত্ত্ব লইয়া অনেক

বিরোধ হইলে, যুক্তিবলে প্রভু ঐ সকল মত খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈষ্ণবতা স্থাপন করিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য প্রভুর অলৌকিক যুক্তি ও ভক্তি দর্শন করিয়া আপনাকে নিতান্ত মূঢ় জানিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর ত্রিপদী ত্রিমল্ল শিবকাঞ্চী ত্রিকালহস্তী শ্বেত বরাহ শিয়ালী ভৈরবী ইত্যাদি নানাবিধ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কাবেরীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নামক কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বাটীতে তাঁহার আতিথ্য অনুসারে চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত করিলেন। এই চারি মাসে প্রভু ঐ প্রদেশে প্রচার-কার্য্য প্রচুররূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীবৈষ্ণব ভট্টের যে কিছু ভ্রম ছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দেন। তবে ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তদনন্তর শ্রীশৈল, মহেন্দ্র শৈল ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া সেতুবন্ধে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুদেশে তাম্রপর্ণী স্নান, তিয়ড়তালা তীর্থে শ্রীরাম লক্ষ্মণদর্শন ও গজেন্দ্র মোক্ষণে বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিয়া কন্যা কুমারীতে উপস্থিত হইলেন। এই সকল দেশ ভ্রমণানন্তর বেতা-পানি স্থানে উপস্থিত হইলেন, তথায় কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোভে পতিত হওয়ায় প্রভু তাহাকে ভট্টমারিদিগের হস্তহইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিলেন। পয়স্বিনীতীরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-

সংহিতা নামক পুস্তকখানি সংগ্রহ করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের নিরূপিত স্থান সিংহারি মঠ ও মৎস্য তীর্থ দর্শনানন্তর তুঙ্গভদ্রায় উপস্থিত হইলে, তথায় তত্ত্বাচার্য্যের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিচার হয়। তত্ত্বাচার্য্য স্বীয় মতের ভ্রম স্বীকার করিয়া প্রভুর নিকট হইতে সদুপদেশ গ্রহণ করিলেন! তথা হইতে যাত্রা করিয়া অন্যান্য তীর্থ দর্শন করত পাণ্ডুপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীরঙ্গ পুরির সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপ কথনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ ঐ তীর্থে শঙ্করা-রণ্য নাম ধারণ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্তি হওয়ার সমাচার পাইলেন। এই স্থানের অনতিদূরে কোন ব্রাহ্মণসমা-জহইতেপ্রভু কৃষ্ণকর্ণামৃত পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। তাপী ও নর্ম্মদা স্নান করিয়া দণ্ডকারণ্যে ঋষ্যমুখ পর্ব্ব-তে সপ্ত তাল বৃক্ষের স্থাবরত্ব মোচন করিলেন। বোধ হয়, প্রভু ঐ সপ্ত তালকে কেবল শ্রীরামের এক মাত্র নিন্দার স্থল জ্ঞান করিয়া ভবিষ্যতের নিমিত্তে রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন না। পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া পঞ্চবটীতে বিশ্রাম পূর্ব্বক ব্রহ্মগিরি অতিক্রম করত গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত্তে আগত হইলেন। এই স্থান হইতে প্রভু পুনরায় রামানন্দ রায়ের রাজ-ধানী বিদ্যা নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রামানন্দ রায়কে সংগৃহীত কর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে পুরুষোত্তম ধাম আসিবার জন্য অনুমতি দিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পথাবলম্বনে আললা

নাথে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণদাসের দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে আনাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সঙ্গে সার্ব্বভৌমের গেহে গমন করিয়া সে রাত্রে সার্ব্বভৌমের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

যৎকালে চৈতন্য প্রভু তীর্থভ্রমণ করিতেছিলেন তৎকালে উৎকল দেশাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র-দেব প্রভুর সহিত মিলন করিয়া দিবার জন্য সার্ব্ব-ভৌমকে বিশেষ অনুরোধ করেন। সার্ব্বভৌম তাহা স্বীকার করিয়া রাজারদ্বারা প্রভুর জন্য কাশীমিশ্রের ভবনে স্থান নিরূপণ করিয়া রাখেন। ইতিমধ্যে প্রভু প্রত্যাগমন করিলে কাশী মিশ্রের ঘরে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। পুরুষোত্তমবাসী যাবতীয় বৈষ্ণববর্গ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সার্ব্বভৌম ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের পরিচয় দিলেন। রামানন্দের পিতাও ঐ দিবস পরিচিত হন ও আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহার অন্য পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে প্রভুর সেবার নিমিত্ত রাখিয়া যান।

ভট্ট মারিতে কালাকৃষ্ণ দাসের কার্য্যের আলোচনা করিয়া প্রভু তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। নিত্যানন্দ তাহাকে মহাপ্রসাদ ও প্রভুর প্রত্যাগমন সমাচারের সহিত নবদ্বীপে শচীর নিকট পাঠাইলেন। আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই প্রভুর প্রত্যাগমন সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শচীর আজ্ঞানুসারে পুরুষোত্তম যাত্রা করি-লেন। এই সময় আরো দুই ব্যক্তি প্রভুর সহিত

আসিয়া মিলিত হইলেন। স্বরূপ দামোদর নামক সন্ন্যাসী ঐ দুয়ের মধ্যে এক জন। নদীয়া নগরবাসী পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল। তিনি প্রভুকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া কাশীধামে গমন করত চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্বরূপ দামোদর অতিশয় জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন! তাঁহার বেদান্তাদি শাস্ত্রে সম্যক্ প্রকার অধিকার ছিল। এই সময় অবধি তিনি প্রভুর এক জন প্রধান সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কড়চা হইতে এই গ্রন্থের অনেক বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। প্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর দাস গোবিন্দ ঐ দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঈশ্বর পুরী সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে তাঁহার দাস গোবিন্দকে চৈতন্যের নিকট অসিতে অনুমতি দেন। তদনুসারে গোবিন্দ চৈতন্যের শরণ লইলেন ও অতি প্রিয় সেবক হইয়া উঠিলেন। প্রথমে গুরুর সেবককে সেবকত্ব প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু যখন গুরু-আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন তখন তদাজ্ঞা প্রতি পালনার্থে গোবিন্দের দাস্য গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ ভারতী চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন। যদিও তাঁহাকে গুরু জ্ঞান করিয়া প্রভু ব্যস্ত হইয়া নিকটস্থ হইলেন, তথাচ তাঁহার বাঘাম্বর পরিধান দেখিয়া ছলনা পূর্ব্বক প্রকৃত ভারতী গোস্বামী হওয়া অস্বীকার করিলেন। ভারতী

গোস্বামী তাহা বুঝিতে পারিয়া বস্ত্র পরিধান করিলে প্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া ব্রহ্ম রহস্যে বাক্যালাপ কবিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌম পুনঃ পুনঃ প্রভুকে রাজার সহিত মিলন করিবার প্রসঙ্গ করায় প্রভু কহিলেন. হে সার্ব্বভৌম। তুমি কি জান না. যে রাজা কখন বিশ্বাসের পাত্র নহেন। রাজা ও স্ত্রীলোক ইঁহাদিগকে কাল সর্পের ন্যায় বোধ করিতে হইবে। ইঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। অতএব তুমি আমার নিকট এরূপ প্রসঙ্গ পুনরায় করিলে আমি স্থানান্তরে গমন করিব। এই কথোপকথনের পর দিবস রামানন্দ রায় প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। রামানন্দ রায় কহিলেন যে, মহারাজের নিকট হইতে আমি স্বাধীনতা প্রার্থনা করায় তিনি আমাকে আমার অধিকারের লভ্য বিনা পরিশ্রমে ভোগ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। রাজার এই রূপ মহৎ কার্য্যের প্রতি পর্য্যালোচনা করিয় প্রভু কহিলেন, হে ভক্তপ্রধান! তোমার প্রতি যে ব্যক্তি এ প্রকার সদ্ব্যবহার করিল, তাহাকে জগদীশ্বর শীঘ্রই নিকটস্থ করিবেন, সন্দেহ নাই।

দুই এক দিবসের মধ্যেই গৌড়হইতে বৈষ্ণব সকল আগমন করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব সমুৎসুক হইয়া অট্টালিকার উপর হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের লাবণ্য ও সাত্ত্বিকতার চিহ্ন দর্শন করিয়া

পরমানন্দিত হইলেন। রাজার আদেশানুসারে গোপীনাথ ও বাণীনাথ বৈষ্ণবদিগের স্থানের সমাধান করিলেন। প্রভু সকলের সহিত যথাযোগ্য রূপে সংমিলিত হইয়া হরিদাসের জন্য নিভৃত স্থান নির্ণয় করিলেন। প্রভু হরিদাসের সহিত আলিঙ্গন করিবার সময় হরিদাস আপনাকে নীচ জাতি বোধ করায় প্রভু কহিলেন ঃ—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥

যত দিবস গৌড়বাসী বৈষ্ণবগণ জগন্নাথ ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, প্রায় প্রতিদিবসেই নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীমন্দির মার্জ্জন ও ভক্ত সংমিলন হইতে লাগিল। রথযাত্রার দিবস মহা সংকীর্ত্তন হইল। সে দিবস প্রভু অনেক বার ভক্তিরসে অচেতন হইতে লাগিলেন; মহারাজ প্রতাপরুদ্র সেই অবকাশে প্রভুকে এক বার উত্তোলন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন। কিন্তু সে দিবস প্রভুর সহিত তাঁহার বাহ্যালাপ হইল না। আর এক দিবস প্রভু যৎ কালে প্রেমাবেশে ছিলেন, তখন রাজা বৈষ্ণব বেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রভুর চরণ সম্বাহন করিতে করিতে প্রভু উঠিয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিলেন। রাজা তথা হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবদিগের সেবার জন্য নানাবিধ মহা প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন।

বৈষ্ণবেরা মহানন্দে ঐ সকল প্রসাদান্ন ভোগ করিলেন।

এই প্রকার রথ যাত্রার কিছু দিবসের পরেই বৈষ্ণবগণ গৌড় দেশে যাত্রা করিলেন। কেবল কয়েক জন প্রভুর নিকটে রহিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহার পত্নী ষাঠীর মাতা নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা দান করিলেন। ষাঠীর পতি অমোঘ চৈতন্যের প্রতি অনেক বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন, যে দিবস প্রভু ভট্টাচার্য্যের গৃহেতে ভোজন করেন, ঐ দিবস অমোঘ নানাবিধ ব্যঙ্গ করায় ভট্টাচার্য্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, অমোঘকে আর বাটীতে আসিতে দিবেন না। ঘটনাক্রমে সেই দিবস রাত্রেই অমোঘের বিশূচিকা পীড়া উপস্থিত হয়। প্রভু এ বিষয় জ্ঞাত হইবামাত্রেই অমোঘের নিকটস্থ হইয়া তাহাকে রোগহইতে আরোগ্য করিবার যত্ন করায় অমোঘ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। প্রভুর এতাদৃশ সদিচ্ছা দৃষ্টি করিয়া অমোঘের বৈষ্ণবতার উদয় হইল। অমোঘ বৈষ্ণব হইলে প্রভুর অনুরোধে ভট্টাচার্য্য অমোঘের প্রতি পুনরায় স্নেহদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চৈতন্যের কার্য্য সকল দৃষ্টি করিলে এই উপদেশটী সংগ্রহ করিতে পারা যায় যে, মনুষ্য সদুপায়ের দ্বারা পাপকে পরাজয় করিবে।

এক দিবস কোন সন্ন্যাসী প্রভুকে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। প্রভু স্বরূপকে ঐ পত্রখানি অর্পণ করিলে স্বরূপ তাহাতে এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা অঘ সরসদ্দীর্ঘিকা।
যস্য তারক মোক্ষকং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি॥
এতস্মিন্ খলু শম্ভুনাথনগরী নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে
মূঢ়োন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি
ইতি প্রকাশানন্দ সরস্বতী।

প্রভু ঐ শ্লোকের উত্তর কিঞ্চিদ্ভাসা করিয়া বারাণসীধামে প্রকাশানন্দের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন।

যত্রাম্ভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বুভাগীরথী।
যস্যে তারক মোক্ষকং তনুভৃতে যত্তারকংতারকং
কাশীনাং পতিরুদ্ধ মস্ব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ং।
তস্মাদস্যদনুদিনং ভজ সখে শ্রীপাদনির্ব্বাণদং॥

প্রকাশানন্দ পুনর্বার লিখিলেন ঃ—

শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাঃ
তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্দুঃপ্লবেৎসাগরম্

প্রভু এই শ্লোক পাঠ করিয়া ইহাকে অনাদর করিলেন তাহাতে শিষ্যেরা এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন।

সিংহোবলীদ্বিরদশূকরমাংসভোগী,
সম্বৎসরেণ কুরুতে রতি মেকবার।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোগী,
কামী ভবেদনুদিনং বদ কুত্র হেতুঃ॥

এই কালে চৈতন্য প্রভুর বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইল। এই যাত্রায় তিনি উৎকল রাজ্য অতিক্রম করিয়া এক জন যবনাধিকারীর উদ্ধার করিলেন। উক্ত যবনের সাহায্যে প্রভু নৌকারোহণে পানিহাটী পর্য্যন্ত আইলেন। পরে কয়েক খানি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরনগরে উপস্থিত হইয়া সমুদায় স্নেহপাত্রগণকে দর্শন করিলেন। রঘুনাথ নামক ব্রাহ্মণ এই কালে প্রভুর শরণ লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উপায় জিজ্ঞাসা করায় প্রভু তাহাকে এই প্রকারে উপদেশ দিলেন ঃ—

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।

এই যাত্রায় প্রভু বৃন্দাবন গমন না করিয়া কানাই নাটশাল হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। রামকেলিগ্রামে দবীর খাস সকর মল্লিক নামক দুই জন গৌড় রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে,

তাহাদিগকে যথার্থ বৈষ্ণব বোধে রূপ সনাতন নাম প্রদান করিলেন। অতি শীঘ্রই চৈতন্য পুনরায় অনেক লোকের সঙ্গ আশঙ্কায় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গোপনে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রভু কাশীধামে উপস্থিত হইয়া প্রায় দশ দিবস অবস্থিতি করিলেন। প্রভুর আগমনে মায়াবাদী সন্ন্যাসগণ নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন, ইহাতে প্রভু তথা হইতে শীঘ্রই বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবন ধামের ও মথুরা-মণ্ডলের যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিয়া চৈতন্য প্রয়াগ নগরে উপস্থিত হইলেন। রূপ গোস্বামী প্রয়াগ নগরে প্রভুর সহিত সংমিলিত হইলে প্রভু তাঁহাকে নানা উপদেশে জ্ঞান দান করিয়া বৃন্দাবন যাইতে অনুমতি দিলেন। রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রভু প্রয়াগে দশ দিবস অবস্থিতি করেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু কাশীধামে চন্দ্রশেখরের ঘরে আসিয়া দুই মাস পর্য্যন্ত অবস্থিত করেন। তথায় সনাতন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সনাতনকে সমুদায় সার ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করিয়া এক দিবস ভক্তগণের অনুরোধে নিমন্ত্রিত হইয়া সন্ন্যাসীদিগের সভায় গমন করিলে তথায় হরিভক্তির কথা উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসিগণ চৈতন্যের জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাব দেখিয়া ও তাঁহার কৃত বেদান্তভাষ্য মায়াবাদের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। প্রকাশানন্দ

প্রভৃতি চৈতন্যের জ্ঞানগর্ব্ভ উপদেশ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ বোধ করিলেন। এই প্রকার অনেকানেক লোককে বৈষ্ণব পথে লওয়াইয়া প্রভু অবশেষে পুরুষোত্তম ধামে পুনরাগত হইলেন।

পুরুষোত্তমে আসিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। প্রভুর নীলাচলে আগমনবার্ত্তা পাইয়া গৌড়দেশীয় ভক্ত সকল তথায় আগমন করিলেন। পূর্ব্ববৎ আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে রূপ গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রূপ গোস্বামীর কৃত গ্রন্থ সকলের আলোচনা হইলে সকল ভক্তগণেই চরিতার্থ বোধ করিয়া গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের প্রতি অনেক ধন্যবাদ করিলেন। দোলযাত্রার পর প্রভু রূপ গোস্বামীকে বৃন্দাবন যাইয়া লুপ্ত কীর্ত্তি সকল উদ্ধার করিতে অনুমতি দিলেন। রূপ গোস্বামী ও তদনুযায়ি কার্য্য করিলেন।

অনতি বিলম্বেই ছোট হরিদাসের দুর্ম্মতি উপস্থিত হইল। শিখি মাহাতির ভগিনীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া প্রভুকে দেন, তাহাতে প্রভু ছোট হরিদাসের মুখ দর্শন করিব না, এরূপ কহিলেন। অন্যান্য ভক্তগণের অনুরোধেও তাঁহাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত সম্প্রদায়ভুক্ত করিলেন না। হরিদাস নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ত্রিবেণী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে এক দিবস শ্রীবাস প্রভুকে হরিদাসের বিষয়

জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু কহিলেন, "স্বকর্ম্মফলভুক পুমান্।" প্রভুর এই রূপ ব্যবহারকে অভক্তগণ নির্দ্দয় ব্যবহার বলিয়া থাকেন, কিন্তু কিছু আলোচনা করিলে ইহাতে নির্দ্দয়তা কিঁছু মাত্র দেখা যায় না। প্রকৃতি-দর্শনের এই প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া পক্ষান্তরে অন্ধ ভক্তগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাও অকর্ম্মণ্য। যেহেতু ভক্তবর শ্রীবাস তাঁহার পত্নী মালিনীর সহিত সর্ব্বদা চৈতন্যের নিকট আসিতেন; আচার্য্যের পত্নীও আচার্য্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই, সার্ব্বভৌমের সহধর্ম্মিণী সার্ব্বভৌমের সঙ্গিনী হইলেও প্রভু তাঁহাকে ঘৃণা করেন নাই। এই সকল কার্য্যের দ্বারা বোধ হয় যে, হরিদাসের পরস্ত্রীগমনাভিলাষ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই প্রভুব জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। মাধবীর নিকট সর্ব্বদা গমন করায় যদিও মাধবীর প্রতি চৈতন্যের কোন সন্দেহ ছিল না, তথাচ হরিদাসের কুপ্রবৃত্তির চিহ্ন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

প্রভু এক দিবস বড় হরিদাসকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে হরিদাস যে সকল উত্তর দিলেন, তদ্দ্বারা প্রভুর হরিদাসের প্রতি অতিশয় প্রীতি জন্মিল। সংকীর্ত্তনের প্রধান সঙ্গী হরিদাস। হরিদাসের মতে হরিনাম সংকীর্ত্তনে যবনাদির বৈষ্ণবতাপ্রাপ্তি হয়।

ইতিমধ্যে সনাতন গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছামত শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে ঝারিখণ্ডের

জল খাইয়া কণ্ডুরসা পীড়াগ্রস্ত হইয়া সনাতন নানাবিধ যন্ত্রণায় স্থির করিলেন যে, প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথ দেবের রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিবেন। প্রভুর নিকট তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কার্য্যের দ্বারা সনাতনের মনের ভাব জানিতে পারিয়া সনাতনকে কহিলেন, হে ভক্তরাজ! তুমি দেহ ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছ, ইহা অতিশয় অন্যায়। যেহেতু দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম যত অনর্থের কারণ হয়, তদ্দ্বারা অনুষ্ঠাতৃগণ শান্তি প্রাপ্তি হইতে পারেন না। যথা—

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদিবিচার ॥

হে ভক্ত! তোমার ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম আছে, তদ্দ্বারা তুমি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থে তোমার দেহ ইত্যাদি সমর্পণ করিয়াছ। তোমার শরীর আর তোমার নহে, অতএব তুমি তোমার দেহ ত্যাগ করিতে অধিকারী নহ। আমি জননীর আজ্ঞা বশতঃ শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। মথুরামণ্ডলের ভক্তগণের কোন উপকার করিতে পারিতেছি না। অতএব তোমার অমূল্য দেহের

দ্বারায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সকল সাধন করিবার ইচ্ছা আছে। অতএব হে সনাতন! তুমি দুর্ব্বল সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় কর্ম্মনাশ ও নির্ব্বাণ ইচ্ছায় তীর্থ-স্থানে দেহত্যাগ করিও না। আপনার অন্তরকে বলবান্ করত পরমাত্মার প্রতি প্রিয় কার্য্য সাধনের দ্বারা অচল ভক্তি প্রকাশ কর; এইরূপ নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া সনাতনকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলেন, এবং সনাতনও প্রভুর অনুগ্রহে পীড়াহইতে মুক্ত হইয়া এক বৎসরের পর প্রভুর আজ্ঞামতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রভুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি আপন শূদ্র শিষ্যদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে সর্ব্বদাই ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবেন। এই জন্যই প্রভু রামানন্দ রায়কে পঞ্চম অধ্যায় গীতার লিখিত উপদেশসকল নির্জ্জনে প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রচারক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই বিষয়টী উত্তমরূপে প্রদ্যুম্ন সংবাদে প্রকাশ আছে। প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দ রায়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করাইয়া রামানন্দকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বল্লভ ভট্ট নামক এক জন পণ্ডিত আপনার বিদ্যার অহঙ্কার প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এক নূতন টীকার সৃষ্টি করিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্য যত্ন করেন, তাহাতে প্রভু নিতান্ত অমনোযোগ

করিয়াছিলেন। বল্লভ ভট্ট একে ত ব্রাহ্মণ, তাহাতে পণ্ডিত ও তর্কশাস্ত্রে পটু, অতএব তাঁহার টীকা ভক্তিশাস্ত্রের অবশ্যই বিরোধী হইবে, এই বিবেচনায় প্রভু তাঁহাকে আদর করিলেন না। ভট্ট এক দিবস কহিলেন, স্বামীর টীকা আমি মানি না। তাহাতে প্রভু রসিকতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, যে ব্যক্তি স্বামী মানে না, সে বেশ্যার মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ নানাপ্রকার অপমানের পর এক দিবস ভট্টের জ্ঞানোদয় হইলে তিনি নামসংকীর্ত্তনের ফল স্বীকার করিয়া তৃণবৎ নম্র হইলেন।

চৈতন্যের এক বিশেষ স্বভাব ছিল যে, তিনি অকারণে কাহার মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, এমত কথা কহিতেন না। সতর্ক হইয়া ও সময় বিবেচনা করিয়া অপরের মনেতে সত্যের বীজ বপন করিতেন। চৈতন্য প্রভু উত্তমরূপ প্রসাদ ভোজন করিতেন, তাহাতে রামচন্দ্র পুরী শ্লেষ করায় আপনার আহার অল্প করিয়াদিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র তথাহইতে গমন করিলে আহার্য্য দ্রব্য পুনরায় পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি করিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, উত্তম আহারের দ্বারা সন্ন্যাস ধর্ম্মের ক্ষতি হয় না, এরূপ বোধ তাঁহার অন্তঃকরণে ছিল।

ইতিমধ্যে, রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়কের এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি তাঁহার রাজস্ব বাকী হইলে রাজা

তাঁহার ঘোটকাদির মূল্য স্থির করিয়া লইবার অনুমতি দেন। রাজপুত্র বড় জেনা ঘোটকের মূল্য সম্বন্ধে গোপীনাথের সহিত তর্ক করিয়া নানাবিধ উপায়ের দ্বারা গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার জন্য রাজ-অনুমতি গ্রহণ করেন। গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার জন্য লইয়া গেল। ভবানন্দ রায় প্রভৃতি সর্ব্বদাই প্রভুর নিকট এই সমাচার পাঠাইতে লাগিলেন। প্রভু এই মাত্র উত্তর করিলেন যে, সংসারিক দণ্ড-বিচারে আমার অধিকার নাই। বিশেষতঃ, রাজকর রাজার প্রাপ্য ধন, তৎসম্বন্ধে রাজা যাহা বিধান করিবেন, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। এরূপ বিষয় ঘটিত ব্যাপার আমার নিকট উল্লেখ করিলে আমি এখান হইতে স্থানান্তরিত হইব। ঘটনাক্রমে রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপীনাথের অবশিষ্ট কর পরিত্যাগ করিয়া তাহার বর্তন অর্থাৎ লভ্যাংশ দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। প্রভু এই বিষয় শুনিয়া বিচারের বাধা হওয়া বিবেচনায় প্রথমে সন্তুষ্ট হইলেন না। পরে যখন রাজার কার্য্য শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্ষমা হইতে উদ্ভব হওয়া বোধ করিলেন, তখন আর তাঁহার কোন প্রকার দুঃখ থাকিল না। ভবানন্দ রায় তদন্তরে আপনার পুত্রগণ লইয়া প্রভুর নিকট আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহিলেন। প্রভু তাহাদিগকে সুগৃহস্থ হইবার উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

বড় হরিদাস ইতিমধ্যে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। সকল বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে প্রভু হরিদাসের শব সমুদ্র-তীরে বালুকার মধ্যে সমাধিস্থ করিলেন। হরিদাসের গুণ সকল কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাগত হইয়া মহোৎসব করিলেন। হরিদাসের বিচ্ছেদাগ্নি কেবল আত্মার অমরত্বের প্রত্যয়জনিত শান্তিজলের-দ্বারা নির্ব্বাণ করিলেন। আহা! চৈতন্যের কি মধুর স্বভাব; যবন ভক্তের প্রতিও তাঁহার কিছু মাত্র বিদ্বেষ ছিল না, বরং অনেকানেক সুত্রপাঠী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও একজন নীচ জাতি ভক্তকে তিনি মহৎ বলিয়া জানিতেন।

প্রভু এক দিবস শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দেব দর্শন করিতেছেন, এমত সময় তথায় অতিশয় জনতা হওয়ায় একজন উৎকলদেশীয় বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গরু-ড়ের উপর এক পদ দিয়া অন্য পদ প্রভুর স্কন্ধের উপর অর্পণ করত মহাপ্রেমে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে তাড়না করায় প্রভু গোবিন্দকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, গোবিন্দ এ স্ত্রীলোকটী ধন্যা, যেহেতু ইহার প্রেমের সীমা নাই, যদি আমার স্কন্ধ উহার ভক্তির উদ্দীপন সম্বন্ধে কোন কার্য্য করে, তবে আমার শরীরও ধন্য বলিতে হইবে। স্ত্রীলোকটী আস্তে ব্যস্তে নিম্নে আসিয়া প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় প্রভু কহিলেন, যদি তোমার ন্যায় আমার ভক্তি থাকিত, তবে আমিও ধন্য হইতাম।

এই সময়ে প্রভুর প্রেম দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া অসীম হইয়া উঠিতে লাগিল। কোন কোন সময়ে প্রভুর প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যাইত। এমন কি, এক দিবস সমুদ্রকে যমুনা জ্ঞানে জলের মধ্যে পতিত হইয়া সমস্ত রাত্রি জল ও বালুকার মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্রত্যুষে এক জন ধীবর তাঁহাকে জালের মধ্যে উঠাইলে অন্যান্য ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে চেতন করিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে প্রভু অন্তর্দ্ধান করিলেন। উৎকল প্রদেশে যৎকালে আমি অবস্থিতি করিয়াছিলাম, তখন নানাবিধ লোকের নিকট নানাপ্রকার বিবরণ শুনিয়াছিলাম। কেহ কহেন যে, প্রভু গোপীনাথের অঙ্গে সংমিলিত হন, কেহ কেহ কহেন যে, তিনি কিরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। এ বিষয় যখন স্থির করিতে পারা যায় না, তখন তদ্বিষয় নিশ্চয়রূপে লিখিতে পারি না।

প্রভুর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে অনেক জ্ঞানের উদ্ভব হয়। তাঁহার চরিত্র গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়েরই আদর্শ স্বরূপ। সন্ন্যাসিগণ তাঁহার মাতৃভক্তি, অাসঙ্গলিপ্সা ও সর্ব্বোপকারবাঞ্ছার অনুকরণ করিলে তাঁহাদের বৈরাগ্য ধর্ম্মের সমুজ্জ্বলতা হইতে পারে। গৃহস্থগণ তাঁহার লোভের অভাব ও ভক্তির প্রবলতা আলোচনা করিয়া আপনাদের চরিত্র সং-

শোধন করিতে পারেন। ভক্তগণ যৎকালে এ চরিত্র পাঠ করিবেন, তৎকালে দেখিতে পাইবেন যে, জগতে কেহই এমত নাই যে, প্রভুর বিবরণ পাঠ করিয়া পরমার্থ অর্জ্জন করিতে পারে না।

শ্রীসচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার।

শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা।

শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভু করি দরশন।
চক্রতীর্থ ভ্রমি চলে শচীর নন্দন* ॥
সাগরের ঊর্ম্মি দেখি প্রেমের উদয়।
প্রেমসিন্ধু উথলিয়া ঘটিল প্রলয় ॥

---

* নবদ্বীপ নগরে ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চৈতন্য প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পিতা ও শচী তাঁহার মাতা। প্রথম চব্বিশ বৎসর তিনি নদীয়ায় অবস্থিতি করেন। তদন্তে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ছয় বৎসর কাল নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অবশেষে আঠার বৎসর জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাস করেন। বোধ হয়, ঐ শেষ আঠার বৎসরের অন্ত্য ভাগে কোন দিবস শ্রীমন্দির অর্থাৎ জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে সমুদ্রতীরে চক্রতীর্থ নামক স্থানে যাইতে যাইতে প্রভুর প্রেমাবেশ হয়। তৎকালে রামানন্দ রায় নামক জনৈক উৎকলবাসী ভক্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। প্রেমাবেশ হইতে চেতন পাইলে রামানন্দের প্রশ্ন মতে এই সকল ব্যাখ্যা ও উপদেশ প্রদান করেন।

উন্মত্তের ন্যায় প্রভু বালুকা উপর।
নয়নেতে প্রেমবারি ঝরে ঝর ঝর॥
উচ্চ রবে কান্দি বলে কোথা প্রিয়নাথ।
নিরাশ্রিত অধীনেরে লহ তব সাথ॥ ২

নবম শ্লোকে গোদাবরীতীরের উল্লেখ আছে; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করত গোদাবরীতীরে উপস্থিত হন, তৎকালে রামানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার প্রথম বার সাক্ষাৎ হয়, ও বাক্য কৌশলে রামানন্দ রায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার পরীক্ষা করেন। তৎকালে রামানন্দ রায় প্রভুর নিকট ভাগবত ধর্ম্মের সারভাগ অতিশয় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে কৃষ্ণার্জ্জুনের উল্লেখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রকাশিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উল্লেখ করেন। চৈতন্য প্রভু ইহাও কহেন যে, অনেকানেক অন্ধ লোকে উক্ত গীতার অর্থ সকল বিকৃত করিবা পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মকে সকলঙ্ক করিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন। অতএব ভক্তমণ্ডলী গীতার যথার্থ অর্থ সর্ব্বদা যুক্তিদ্বারা স্থির করিবেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যা অস্বীকার করত প্রভু এইরূপ কহেনঃ—

ব্যস্ত হয়ে রামানন্দ প্রভুরে ধরিল।
হরিনাম গানে মন সুস্থির করিল॥
অঙ্গের বসনে বায়ু করিয়া সিঞ্চন।
ক্রমে ক্রমে করিলেন বাক্য আলাপন॥ ৩

নানাবিধ বাক্যালাপ হইতে লাগিল।
অবশেষে রামানন্দ প্রভুরে কহিল॥
বহু দিন সেবি প্রভু তোমার চরণ।
তবু শান্ত ভাব নাহি পায় মম মন॥ ৪

নির্ঝরের বারি যেন উত্তপ্ত শিখরে।
গ্রীষ্ম কালে পড়ি তার উষ্ণভাব হরে॥
তেমতি চৈতন্য বাক্য রামানন্দ কানে।
সিঞ্চিল সুস্নিগ্ধ শান্তি জ্ঞানসুধা দানে॥ ৫

কহ রামানন্দ তবে প্রভু আদেশিল।
তোমার মনের ভাব যাহা উপজিল॥
শান্তির অভাবে নর ঘৃণিত না হয়।
পূর্ণভাবে শান্তি কভু মনুষ্যেতে নয়॥ ৬

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈলা ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনি হয় সর্ব্বনাশ॥

রামানন্দ কহে তবে যুড়ি দুই কর।
তোমার গোচর সব, ভক্তের ঈশ্বর ॥
শাস্ত্র সব পাঠ করি বুঝিতে না পারি।
যথার্থ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপে আচারি ॥ ৭

ক্ষণেক চিন্তিয়া প্রভু কহিল তখন।
ভাগবত শাস্ত্র তুমি করেছ পঠন ॥
বৈষ্ণবের চূড়ামণি অজ্ঞাত তোমায়।
কোন কথা আছে তাহা বুঝা নাহি যায় ॥ ৮

যবে গোদাবরীকূলে তীর্থ পর্য্যটনে।
আমার মিলন হয়েছিল তব সনে ॥
সে কালে যতেক কথা তব মুখে শুনি।
সার ধর্ম্ম বৈষ্ণবের তাই জ্ঞান গুণি ॥ ৯

রায় বলে প্রভু মোরে বঞ্চনা না কর।
পঠিত বিদ্যার মাত্র আমি শ্রুতিধর ॥
মর্ম্মার্থ না বুঝি কিছু নাহি পাই সার।
এখন লয়েছি তাই শরণ তোমার ॥ ১০

তখন প্রভুর মনে দয়া উপজিল।
রামানন্দ মুখ চাহি কহিতে লাগিল ॥

তোমারে জানি হে আমি ভক্তের প্রধান।
কহিব নিগূঢ় তত্ত্ব কর প্রণিধান॥ ১১

সার তত্ত্বে জ্ঞানবান্ স্বল্প লোকে হয়।
অর্জ্জুনে কহিলমাত্র কৃষ্ণ দয়াময়॥
ভক্তিজ্ঞান উভয়ের সংযোগঘটনে।
সত্যের আশ্রয় হবে তব উচ্চ মনে॥ ১২

যথার্থ বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেপ্রকারে হয়।
অর্জ্জুনে কহিল কৃষ্ণ করিয়া নির্ণয়॥
অন্ধ লোকে অর্থ তার করিয়া বিকৃত।
অপ্রকৃত প্রকাশিয়া নাশিল প্রকৃত॥ ১৩

বৈষ্ণবের ধর্ম্মে নর হয় অধিকারী।
প্রকৃত বৈষ্ণব কভু নহে ব্যভিচারী॥
জগতে অধিক লোক লয়ে ব্যভিচার।
নানাবিধ ধর্ম্ম সদা করিছে প্রচার॥ ১৪

একমাত্র ধর্ম্ম হয় জগতের সার।
তাহার আশ্রয়ে হয় বৈষ্ণব আচার॥
অতএব সার ধর্ম্ম করিলে আশ্রয়।
মুক্তিপদ পায় নর নাহিক সংশয়*। ১৫

---

* এই শ্লোকে বোধ হয় যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মুক্তি

সার ধর্ম্ম রামানন্দ বড়ই সরল।
গ্রহীতা তাহার কিন্তু সদাই বিরল ॥
সন্দিহান হয়ে লোক ত্যজি সেই সার।
নানা যত্নে করে সদা সংগ্রহ অসার ॥ ১৬

মায়াবাদ আদি যত তর্ক অকারণ।
বহু কষ্টে সন্দিহান করিছে সাধন ॥
নিকটের স্বর্ণ ত্যজি দূরস্থিত মল।
সংগ্রহ করিয়া করে মনকে দুর্ব্বল ॥ ১৭

সে সব দুর্ব্বল লোক নাহি জানে মনে।
ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ মনুষ্যের মনে ॥
কি উপায়ে নর-আত্মা হইবে উন্নত।
ঈশ্বরের ভূমানন্দ ভুঞ্জিবে সতত ॥ ১৮

কেহ বা ঈশ্বর বলি আপনারে কয়* ।

...য়া বলা হইয়াছে, কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে পরিণাম জ্ঞানে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা আছে।

অদ্বৈতবাদীর মত ও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করণ প্রভুর বিবেচনায় অতিশয় অনিষ্টকর। যৎকালে কোন সন্ন্যাসী প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিল, তখন তিনি এই বলিলেন।

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি জীবহীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন ॥

কেহ জানে প্রকৃতি ব্যতীত কিছু নয়* ॥
কাহার সিদ্ধান্তে পরমাণু শ্রেষ্ঠতম + ।
কেহ বলে যজ্ঞ বিনা সকলি অধম ‡ ॥ ১৯

এইরূপ কূট তর্কে মানব অন্তর ।
সদা ফিরে অসার লইয়া নিরন্তর ॥
সার ধর্ম্ম ত্যাগ করি শান্তিহীন হয় ।
অবশেষে নাস্তিকতা করিছে আশ্রয়§ ।২০

সত্য পথ বিনা কষ্টে সদা লব্ধ হয় ।
সরল মানব তাহা করিছে আশ্রয় ॥
ভ্রমের কণ্টক মাত্র রোধিছে সে পথ ।
নিবারিছে পথিকের মনোরূপ রথ ॥ ২১

জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম সম ।
তাহারে করিবে সবে পাষণ্ডে গণন ॥

* সাংখ্য মতাবলম্বী ।
+ পরমাণ বাদী। নৈয়ায়িক ।
‡ বৈদিকাচারী ।
§ প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী চৈতন্যের নিকট পরাজিত হইয়া কহিলেনঃ—

ভগবত্ত মানিতে অদ্বৈত না যায় স্থাপন ।
অতএব সব শাস্ত্রে করয়ে খণ্ডন ॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে ।
স্বতন্ত্র শাস্ত্রের অর্থ নহে তাহা হৈতে ॥

ভ্রম হতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।
ভ্রমে বদ্ধ হয়ে যায় দুর্ব্বলের মন॥
অতএব ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য প্রধান।
জগতের ভ্রমনাশে হতে যত্নবান্॥ ২২
শুন তবে রামানন্দ বৈষ্ণবের সার।
কি প্রকারে ভ্রমে নর পাইবে উদ্ধার॥
কি প্রকারে সত্য ধর্ম্ম করিবে আশ্রয়।
কি প্রকারে ভ্রান্তি রিপু করিবেক জয়॥ ২৩
ভ্রান্তি হয় দ্বিপ্রকার জানিবে নিশ্চয়।
অসাধ্য ও সাধ্য আখ্যা পণ্ডিতেতে কয়॥
অসাধ্য ভ্রমের নাম সংশয় প্রশস্ত।
অসাধ্য ভ্রমের বাধ্য সংসার সমস্ত॥ ২৪
প্রাকৃতিক ভ্রম তার অন্য নাম হয়।
সেই ভ্রম অতিক্রম নর সাধ্য নয়॥

মীমাংসক কহে ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে কৃষ্ণ স্বরূপ আখ্যান।
অতএব বেদ মতে স্বয়ং ভগবান॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পর মতের খণ্ডনে॥

দেশ কাল ঈশ্বরের বিষয় সংশয়।
অসাধ্য ভ্রমের শ্রেণীভুক্ত সব হয় * ॥ ২৫
মানবের বুদ্ধি অতি স্বল্প পরিমাণ।
ঈশ্বরের শক্তি হয় অতীব মহান্ ॥
নরমনে ঈশ্বরের সামঞ্জস্য ভাব।
সদাই জানহ রায় থাকিবে অভাব ॥ ২৬
সে অভাব সত্ত্বে কভু সংশয়ের নাশ।
নাহি হবে নরমনে শুন ভক্তিদাস ॥
অতএব অসাধ্য জানিয়া সেই ভ্রমে।
ত্যজিবে পণ্ডিত লোক ভক্তির সংযমে ॥ ২৭

অসাধ্য ভ্রম মনুষ্য অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ মনুষ্যের শক্তির অতীত। চৈতন্য প্রভু দেশ, কাল ও পারমার্থিক সংশয় সকলকে অসাধ্য বলিয়াছেন। দেশচিন্তার আদি অন্ত পাওয়া যায় না, অতএব দেশের ভাব সামঞ্জস্যরূপে মনুষ্যের মনেতে আবির্ভাব হয় না। কালের ভাবও তদ্রূপ। কালেরও আদি অন্ত পাওয়া যায় না, কিন্তু দেশ ও কালেতে সকল বিষয় অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ বিবেচনা করা মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। আত্মার ভাবী পরিণাম, জগৎ সৃজনের উদ্দেশ্য, পরমাত্মার সহিত আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে মানব বুদ্ধির গ্রাহ্য নহে। এ জন্য ঐ সকল বিষয়-জনিত প্রমাদ সকলকে অসাধ্য ভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তবে কি ঈশ্বর আর দেশ কাল ভাব।
না ভাবিবে জ্ঞানী লোক ত্রাসিয়া অলাভ ?
তাহা হলে অন্য ভ্রমে পড়িবে নিশ্চয়।
ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেম হয়ে যাবে ক্ষয় ॥ ২৮
যত দূর নরবুদ্ধি শক্ত চলিবারে।
চালায় পণ্ডিত লোক সে সব বিচারে ॥
সীমা প্রাপ্তে বুদ্ধি তথা করিয়া স্থাপন।
কায়মনোবাক্যে করে ভক্তির সাধন *॥ ২৯
অসাধ্য ভ্রমের এই জানিলে নিশ্চয়।
এক্ষণে শুনহ সাধ্য ভ্রমের নির্ণয় ॥
সাধ্য ভ্রম দ্বিপ্রকার মানব অন্তরে।
স্বার্জ্জিত ও প্রাপ্ত নামে সদা রাজ্য করে॥ ৩
স্বার্জ্জিত ভ্রমের সৃষ্টি দ্বিপ্রকারে হয়।
অজ্ঞান বা অতিজ্ঞানে জানিবে নিশ্চয় ॥
অজ্ঞানেতে বহুবিধ ভ্রমের সৃজন।
পর ব্রহ্ম ত্যজি অন্য দেবের সাধন ॥ ৩১
জ্ঞানের অর্জ্জনে হয় অজ্ঞানের নাশ।
অনায়াসে হয় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ ॥

---

* কায়মনোবাক্য অর্থাৎ শারীরিক কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণে মন অর্পণের দ্বারা ও ব্যাখ্যান ও সংকীর্ত্তনের দ্বারা সাধন করিবে।

বেদান্ত শাস্ত্রেতে ইহা স্পষ্টরূপে কয়।
অজ্ঞান ভ্রমের এই জানহ নির্ণয়॥ ৩২
শৈশবের ভ্রম যত হয়ে বদ্ধমূল *।
স্বার্জ্জিত অজ্ঞান ভ্রম হয়ে যায় স্থূল।
কালেতে সে ভ্রমে আর মুক্তি হওয়া দায়
বিষম সঙ্কট ঘটে রামানন্দ রায়॥ ৩৩
অতিজ্ঞানে স্বোপার্জ্জিত অন্য ভ্রম হয়।
ভয়ানক ফল তার শুন মহাশয়॥
সকল ভ্রমের মধ্যে এই ত কঠিন।
আশ্রয় পাইলে নরে করে বুদ্ধিহীন॥ ৩৪
অজ্ঞান হইতে মুক্তি পাইবার তরে।
নানাবিধ যুক্তি যোগ মনুষ্যেতে করে॥

বালককালে যে সকল ভ্রম অর্জ্জিত হয়, তাহা কালক্রমে বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া উঠিলে, তাহাহইতে মুক্ত হওয়া অতিশয় কঠিন। আধুনিক সভ্য সম্প্রদায়দিগের মধ্যেও এরূপ কুসংস্কার দৃষ্ট হয়। জ্ঞানালোক আগমনেও ঐ সকল কুসংস্কার পরিত্যক্ত হয় না।

ভগবদ্গীতায় এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়;—

সদৃশং চেষ্টতে শস্যাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

দর্শনাদি নানা শাস্ত্র করিয়া পঠন।
কেহ কেহ করে অতিজ্ঞানের অর্জ্জন॥ ৩৫
কেহ বা মথিয়া বিদ্যাসমুদ্র অপার।
অপকৃষ্ট অজ্ঞানের নাহি পায় পার॥
কেহ বা লঙ্ঘিয়া উক্ত সাগর দুর্জ্জয়।
অতিজ্ঞান দোষে পড়ি নরাধম হয়॥ ৩৬
কেহ বা জ্ঞানের স্থলে সন্দেহ পাইয়া
শুভ ফল মনে করি আছে ত বসিয়া॥
কেহ বা নিকৃষ্ট বৃত্তি করিয়া অর্জ্জন।
জগত সংসারে সদা করিছে বঞ্চন॥ ৩৭
অতিজ্ঞান অজ্ঞানেতে সৌহার্দ্দ কখন।
উভয়েই সম ফল করে উৎপাদন॥
কখন বা অতিজ্ঞান নিজ তীক্ষ্ণ বলে।
অজ্ঞানে শাসন করে নানাবিধ ছলে॥ ৩৮
অজ্ঞানী ও অতিজ্ঞানী মূঢ় দুই জন।
জগতের রিপু দুই জান মহাজন॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকেঽস্মিন্ পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

সুজ্ঞান পাইলে নর ত্যজে উভয়েরে।
অন্তর স্থাপিত করে শান্তির উপরে॥ ৩৯
প্রাপ্ত সাধ্য ভ্রম এবে করিব বর্ণন।
যত্ন করি রামানন্দ করহ শ্রবণ॥
এ ভ্রমের মূল সাধ্য স্বোপার্জ্জিত হয়।
কিন্তু ব্যাপ্ত হলে সাধ্য প্রাপ্ত নাম লয়॥ ৪
প্রাপ্ত বলি সেই ভ্রমে যাহার অর্জ্জন।
সতত করিছে নর অন্যের সদন॥
পিতা মাতা সঙ্গিগণ শিক্ষকসমাজ।
সেই ভ্রম দাতা হয় শুন ভক্তরাজ॥ ৪১
শৈশবে শিখায় মাতা পিতা বন্ধুগণ।
বয়ঃপ্রাপ্তে শিক্ষা দেয় গুরু অগণন॥
এইরূপ প্রাপ্ত ভ্রম প্রবেশি মানসে।
নষ্ট করে স্বাধীনতা রত্ন অবশেষে॥ ৪২
এ ভ্রমের নাশ হেতু বোদ্ধা মহাজন।
সদা আপনার বুদ্ধি করিবে চালন॥
পর ভ্রান্তে ভ্রান্ত থাকা উচিত না হয়।
যুক্তিহীন বিচারেতে ধর্ম্ম হয় ক্ষয় *

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।
নম্বুবাক্য।

স্বাধীনতা রত্ন হয় ঈশ্বরের দান।
তাহারে ত্যজিতে কভু নারে বুদ্ধিমান্ ॥
সুবোধ যে হয় সেই পরের সিদ্ধান্তে।
আপনারে বাধ্য নাহি করিবে প্রাণান্তে ॥ ৪৪
তবে কি পরের বুদ্ধি ত্যাজ্য সদা কাল।
এরূপ চিন্তিলে পুনঃ ঘটিবে জঞ্জাল ॥
যেহেতু যে পথ মহাজনে দেখাইল।
তাই শ্রেষ্ঠ বলি শাস্ত্রে বিদিত করিল* ॥ ৪৫
মহাজন-গত-পথ কর্ত্তব্য গ্রহণ।
কিন্তু তাহা পরীক্ষিত করি সর্ব্বক্ষণ ॥
যেহেতু মনুষ্য কভু ভ্রান্তিহীন নয়।
অভ্রান্ত কেবল এক বিভু দয়াময় ॥ ৪৬
যদি বল ভ্রান্তি যদি না ছাড়িল নরে।
তবে কেন ভ্রান্তিহীন হতে যত্ন করে ॥
সে যত্ন কেবল মাত্র মার্জ্জিত অন্তর†।
মার্জ্জিত অন্তর হয় তবু শ্রেষ্ঠতর ॥ ৪৭

---

* মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

† মনুষ্য আপন মনকে ভ্রমহইতে মুক্ত করিবে। চৈতন্য প্রভু ভ্রমকে প্রথমে দুই প্রকার কহিয়াছেন। অর্থাৎ সাধ্য ভ্রম ও অসাধ্য ভ্রম। অসাধ্য ভ্রম পরি-

মার্জ্জিত দর্পণে যেন প্রতিবিম্ব হয়।
তেমতি মার্জ্জিত মনে বিভুর উদয়॥
এ কারণ জ্ঞানী লোক মার্জ্জিবে অন্তর।
দেখিতে বিভুর আভা তাহে নিরন্তর॥ ৪৮
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ কার্য্য শুন তবে রায়।
প্রথমেতে ভ্রম সব করিবে বিদায়॥
মার্জ্জিবে অন্তর শুদ্ধ জ্ঞানের অর্জ্জনে।
তবে সার ভক্তিরস আসে তার মনে॥ ৪৯
বৈষ্ণব আচার কভু অজ্ঞানীর নয়।
শাস্ত্রমতে জ্ঞানহীন ভক্ত নাহি হয়॥
জ্ঞানহীন ভক্তগণ অস্থির-বিশ্বাস।
সন্দেহ পাইলে সদা দেখেন হুতাশ॥ ৫০

ইতি শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা উপনিষৎ
ব্রহ্মবিদ্যায় ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীমচ্চৈতন্য
রামানন্দ সংবাদে ভ্রমনির্ণয় নামক
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

হার করিবে এবং সাধ্য ভ্রমকে ধ্বংস করিয়া নির্ম্মল মনে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতা লাভ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বলে রামানন্দ রায় যুড়ি দুই কর।
তোমার নিকটে প্রভু সকলি গোচর॥
শুনিলাম তব মুখে ভ্রমবিবরণ।
আর কিছু আজ্ঞা হয় করিব শ্রবণ॥ ১
কত মতে কত লোক ঈশ্বরেরে ভাবে।
স্থাপি নিজ নিজ মত বুদ্ধির প্রভাবে।
কিন্তু আমি বুদ্ধিহীন বুঝিতে অশক্ত।
কোন মতে শ্রেষ্ঠ বলি বিশ্বাসিবে ভক্ত॥ ২
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কহিল তখন।
ধন্য রামানন্দ তুমি শ্রেষ্ঠ মহাজন॥
তোমারে অদেয় মোর কি বা আছে বল।
লহ যাহা দিব আমি হইয়া সরল॥ ৩
সরলে সরল ভাব ঈশ্বরের পায়।
কুতর্কী না জানে কভু প্রাপ্তির উপায়॥
যেরূপ ভাবনা যার প্রাপ্তি সেইরূপ।
এই মাত্র ইহাতে সিদ্ধান্ত অপরূপ॥ ৪

কেহ শান্ত দাস্য ভাবে ভাবিছে ঈশ্বরে।
কেহ বা বাৎসল্য ভাবে উপাসনা করে॥
কেহ সখ্য ভাবে তাঁরে করিছে সাধনা।
কেহ পতি ভাবে তাঁরে করে আরাধনা॥ ৫

ঈশ্বরের স্বরূপেতে অজ্ঞ হয় নর।
বুঝিতে অশক্ত সদা আপন ঈশ্বর॥
পরিমিত জ্ঞান কভু শক্ত নাহি হয়।
পরিমাণে তাহা যাহা পরিমেয় নয়* ॥ ৬
তবুও যে জন চাহে বিভু পরিমাণ।
তাহার হয়েছে মাত্র দোষ অতি জ্ঞান॥
অতি জ্ঞান দোষে নষ্ট তার বুদ্ধি হয়।
নির্ব্বোধ অধম সেই জান মহাশয়॥ ৭

বুদ্ধিমান্ শ্রুতিকর্ত্তা সে কারণে কয়।
ঈশ্বরে জানিবে মাত্র সেই মহাশয়॥
যে কহে বিভুর আমি কিছুই না জানি।
কিন্তু আমি ঈশ্বরের জ্ঞানে হই জ্ঞানী॥

---

* ঈশ্বর পরিমেয় নহেন অতএব তাঁহাকে পরিমাণ করিয়া তাঁহার স্বরূপ স্থির করা মনুষ্যের অসাধ্য।

† নাহংমন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।

অস্থির সিদ্ধান্ত হয় ঈশ্বরের জ্ঞান।
তাহে যে উপজে ভ্রম শুন বুদ্ধিমান্।
সে ভ্রম অসাধ্য হয় নরের বিচারে।
ত্যজ তাহা যত্ন করি সত্য ব্যবহারে॥ ৯
অতএব সার জ্ঞান ভক্তের প্রধান।
নরবুদ্ধি নাহি পাকে ঈশ্বরসন্ধান॥
মার্জ্জিত বিশ্বাসে তাই করিয়া আশ্রয়।
ঈশ্বরের শুদ্ধ ভাব ভক্তগণ লয়॥ ১
ঈশ্বর মানবে স্থিত মানব ঈশ্বরে।
এই ভাবি শুদ্ধ জ্ঞানি আমার অন্তরে॥
বুদ্ধি কিন্তু এ ভাবেরে না দিবে আশ্রয়।
প্রত্যয়ের কার্য্য ইহা জান মহাশয়॥ ১১
তবে কি বিচার আর বিশ্বাস-রতনে।
দ্বন্দ্ব হয় সদা কাল মনুষ্যের মনে॥
এমত বিচার কভু না করিহ রায়।
বিচারে বিশ্বাসে ভ্রাতৃ-ভাব সদা পায়॥ ১২
বিচার বিশ্বাস দুই বিভিন্ন রতন।
উভয় উভয়ে করে সাহায্য যতন॥

চৈতন্য চরিতামৃতে প্রভুর উপদেশ এই:—
শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥

একেরে আদর আর অন্য অনাদর।
যে করে নির্ব্বোধ সেই অধর্ম্মী পামর॥ ১৩
মনোরাজ্যে উভয়ের নির্দ্দিষ্ট বিভাগ।
তবু পরস্পর রাখে দৃঢ় অনুরাগ॥
নির্ব্বোধে বিশ্বাস প্রীতি না করে বিশ্বাস।
যুক্তির বাহিরে যেতে সদা পায় ত্রাস॥ ১৪

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্র যুক্তে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান্॥
যাহার কমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে উত্তম॥

উপরি উক্ত উপদেশে চৈতন্য প্রভু এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঈশ্বরজ্ঞানী তিন প্রকার অর্থাৎ উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও কনিষ্ঠ অধিকারী। বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয়সম্ভূত ভাব ও যুক্তি ও শাস্ত্র অর্থাৎ সংগৃহীত সাধুবাক্যদ্বারা বৈষ্ণব পথে পদার্পণ করেন। কনিষ্ঠ অধিকারিগণ ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া উত্তম অধিকারী হইতেছেন। প্রাকৃত জগতের ন্যায় মানস জগতেও এইরূপ উন্নতির বিধি থাকা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস সে অমূল্য রতন।
যত্ন করি ধরে হৃদে ভক্ত মহাজন॥
সেই ত বিশ্বাস সদা আমারে শিখায়।
আমি ঈশ্বরেতে আর ঈশ্বর আমায়॥ ১৫
শান্ত সখ্য বাৎসল্য বা প্রেমের সাধন।
সর্ব্ব মতে এ সম্বন্ধ কর নিরীক্ষণ॥
এ সম্বন্ধ যার হৃদে অপ্রকাশ রয়।
তাহার সাধনা কার্য্য পূর্ণ নাহি হয়॥ ১৬
কর যুড়ি রামানন্দ করে নিবেদন।
সার্ব্বভৌম নিকটেতে করেছি শ্রবণ॥
নিরাকারবাদিগণে করিয়া খণ্ডন।
স্থাপিত করিলে তুমি সাকার ভজন ॥ ১৭
এ বিষয়ে মম বুদ্ধি সদাই অস্থির।
পণ্ডিত কি হেতু নিরাকার করে স্থির॥
নিরাকার সত্য হলে সাকার ভজন।
দোষযুক্ত বলি ত্যজিবেক বুধগণ॥ ১৮

---

* যা যা শ্রুতি র্জল্পতি নির্ব্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়োবলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে।

শান্তমূর্ত্তি শচীসুত বলিল তখন।
রামানন্দ ভক্তরাজ করহ শ্রবণ ॥
এ বিষয়ে যুক্তি শাস্ত্র বহু দূর যায়।
অবশেষে সমধিক ফল নাহি পায় ॥ ১৯
আকারবিশিষ্ট দ্রব্যে সাকার আখ্যান।
তত্ত্বজ্ঞানী লোকে সদা করেন প্রদান ॥
আকার তাহাকে বলি শুন মহাশয়।
দর্শন্ ইন্দ্রিয়ে যাহা গ্রহণীয় হয় ॥ ২০
মনুষ্যপ্রকৃতি হয় দ্বিভাগে বিভক্ত।
দেহ আর মন এই দুই জান ভক্ত ॥
দেহের ইন্দ্রিয় সব প্রত্যক্ষ দর্শন।
অতএব সে সকল জানে মূর্খগণ ॥ ২১
মনের সেরূপ আছে ইন্দ্রিয়নিচয়।
যাহাদের দ্বারা মানসের কার্য্য হয় ॥
চক্ষুঃ কর্ণ নাশিকাদি নহে অপ্রতুল।
যদ্দ্বারা মানস দেখে সূক্ষ্ম আর স্থূল ॥ ২২
দেহেতে প্রমাণ যেন প্রত্যক্ষানুমান।
মনেতেও সেইরূপ সদা বিদ্যমান ॥
মনের প্রত্যক্ষ হয় আত্মার প্রত্যয়।
বিশ্বাসের রাজ্য ইহা শুন মহাশয় ॥ ২৩

দেহ হতে জ্ঞান যত পায় নর-মন।
সে সকল অনুমান মনের লক্ষণ ॥
আত্মার প্রত্যয় মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
তাহাতে পণ্ডিত লোকে হয় যত্নবান্ ॥ ২৪
প্রকৃতির পূর্ব্বে মাত্র ছিলেন চিন্ময়।
প্রাকৃতিক দেহ তাঁর সম্ভাবিত নয় ॥
মানস নয়ন তাঁরে চিরকাল পায়।
নয়নের গ্রাহ্য বলে সাকার বলায় * ॥ ২৫

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কথিত আছে যে, চৈতন্য প্রভু সার্ব্বভৌমকে এই প্রকার উপদেশ দেন।

আপনি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণিচরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তবে করহ নিশ্চয় ॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥

কাশীধামে সন্ন্যাসীর সহিত তর্ক হইলে চৈতন্য প্রভু ইহাও করিয়াছেন।

বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর ॥

প্রাকৃতিক চক্ষু তাঁরে দেখিতে না পায়।
এ জন্য অনেক লোক নিরাকারে যায়॥
নিরাকার সাকার এ ফলে ভিন্ন নয়।
অতএব এই তর্ক অকর্ম্মণ্য হয়॥ ২৬
রামানন্দ বলে প্রভু বলহ এখন।
কি পদার্থ হয় সেই বিভু নিরঞ্জন॥
তুমি বিনা কেবা পারে দিতে এ সন্ধান।
অতএব প্রভু মোর ঘুচাও অজ্ঞান॥ ২৭
প্রফুল্লবদনে তবে কহে মিশ্রসুত।
শুনহ সে সব কথা বড়ই অদ্ভুত॥
শ্রুতিমতে বিভু হন স্বতন্ত্র অনন্ত।
নিত্য জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী সকল নিয়ন্ত॥ ২৮
সর্ব্বজ্ঞাত সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্।
অবয়বহীন শিব সম্পূর্ণ মহান্॥

পুনরায় সার্ব্বভৌমকে বলেন—
ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চমাধ্যায়ে ইহাও লিখিত আছে ঃ—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

এই ভাবে ভাবে যেই পরম ঈশ্বরে।
জ্ঞান তার শুদ্ধ বলি বলে বিজ্ঞবরে ॥ ২৯
নির্ব্বোধ মানবে এই শ্রুতির বিকার।
প্রাপ্ত হয়ে সদাকাল দেখে অন্ধকার ॥
অবয়বহীনে ভাবে নিরাকারময়।
কার্য্যহীন ভক্তিহীন মূখবৎ রয় ॥ ৩০
শ্রুতির অংশের অর্থ পূর্ণ কভু নয়।
সমুদায় পাঠে অর্থ জানিবে নিশ্চয় ॥
দুষ্টবুদ্ধি নর সব ভগ্ন শ্রুতি ধরি।
ইচ্ছামত অর্থ করে ধর্ম্মনাশ করি † ॥ ৩১
পূর্ব্বে বলিয়াছি রায় ঈশ্বরের ভাব ॥
সামঞ্জস্য নাহি পায় মনুষ্যস্বভাব ॥
অসাধ্য ভ্রমের সহ অবশ্য দর্শন !
যাহা ত্যজি নর হয় পণ্ডিত সুজন ॥ ৩২

তদেব নিত্যং জ্ঞান মনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়ব মেকমেবাদ্বিতীযং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণ মপ্রতিম মিতি।

† অধুনা নানাবিধ সাম্প্রদায়িকগণ যেরূপ ভগ্ন শ্রুতি গ্রহণ করিয়া নানাবিধ কল্পিত ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতেছেন, সেইরূপ চৈতন্য প্রভুর সময়েও অনেকানেক লোক শ্রুতির একাঙ্গের আশ্রয় করত আপন

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরেতে আছে গুণ সব।
সে সব জানহ রায় তাঁহার বৈভব॥
চিদানন্দ শক্তিদ্বারা হয়ে সঞ্চালিত।
জগত ব্রহ্মাণ্ড যত করিছে স্থাপিত। ॥৩৩
ঈশ্বর ইচ্ছায় তাই সৃষ্টি অনুমানি।
জগতের পিতা বিভু মান তাই জানি॥
স্রষ্টা আর ব্রহ্মাণ্ডেতে পিতাপুত্রভাব।
ভাবিলে উজ্জ্বল হয় মনুষ্যস্বভাব॥ ৩৪
ঈশ্বর স্বতন্ত্র সদা যাহা ইচ্ছা করে।
হয় তাহা অনায়াসে জগতভিতরে॥
অসাধ্য বলিয়া যাকে বোধ করে নর।
ঈশ্বরের সাধ্য তাহা জান ভক্তবর॥ ৩৫

আপন বিকৃত মত সকল স্থাপনা করিতেন। এই শ্লোকে এইরূপ বোধ হয়।

অনন্ত জ্ঞানের সহিত সর্ব্বশক্তি ইচ্ছারদ্বারা সংমিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে। সনাতনকে প্রভু এই প্রকার শিক্ষা দেন।

অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছা শক্তি ক্রিয়া শক্তি জ্ঞান শক্তি নাম॥
শক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চরচন॥

যে নিয়মে এ ব্রহ্মাণ্ড চলিছে এখন।
সে বিধি স্থগিত যদি হইবে কখন॥
বর্ত্তমান সাধ্যাতীত হইবেক সাধ্য।
আপন নিয়মে বিভু নহে চির বাধ্য॥ ৩৬
যে জগতে তুমি আমি আছি এই ক্ষণে।
ইহার বিধানে হেথা বাধ্য সর্ব্বজনে॥
কে জানে নিয়মান্তর জগত-অন্তরে।
প্রচলিত আছে কি না ভাব অতঃপরে॥ ৩৭
সর্ব্বশক্তিমান্ যবে বিভুরে বলিল।
এরূপ বিশ্বাস তবে আশ্রয় পাইল॥
তাহা হলে রামানন্দ দেখহ চিন্তিয়া।
কতই প্রমাদ মনে উঠিল জাগিয়া॥ ৩৮
যে নিয়মে সত্য বলি জানিতেছে নর।
সে নিয়মে বাধ্য নাহি হইল ঈশ্বর॥
তবে ত নিশ্চয় সত্য নরে কোথা পায়॥
ভেবে দেখ এ প্রমাদ রামানন্দ রায়॥ ৩৯
ইহার সিদ্ধান্ত মাত্র এই এক হয়।
নরের বিশ্বস্ত সত্য নরগণ লয়॥
সেই সত্য ধ্রুব বলি করিবে গণন।
যেহেতু ঈশ্বর ইচ্ছা উচিত গ্রহণ॥ ৪০

যে জন এরূপ জানে তার শান্তি সদা।
অসাধ্য ভ্রমেতে মুক্তি পাইছে সর্ব্বদা॥
কিন্তু হীনবুদ্ধি নর আপনার ন্যায়।
ঈশ্বরে দেখিছে বাধ্য আপন ইচ্ছায়* ॥৪১
রামানন্দ জিজ্ঞাসিল সজলনয়নে।
তৃণগুচ্ছ কাটি তবে আপন দশনে॥
কহ প্রভু ঈশ্বরেরে কি ভাবে ভাবিব।
স্ত্রীভাব বা পুরুষের ভাবেতে দেখিব॥৪২
বহুজ্ঞানী শচীসুত কহিলা তখন।
ঈশ্বরের দ্বিত্ব ভাব করহ গ্রহণ॥
সংসারে যেমন পাও জননীজনক।
সে উভয় ভাবে দেখ জগত-সৃজক ॥৪৩
এক ভাব ছাড়ি যদি অন্য ভাবে দেখ।
আংশিক ভাবেতে প্রেম হইবে উদ্রেক॥

আধুনিক অনেকানেক একেশ্বরবাদিগণ প্রাকৃত নিয়মের অধীন বলিয়া ঈশ্বরকে জ্ঞান করেন। একেতে এক যোগ করিলে দুই হয় এবং ঈশ্বরের যত্নেও তাহা তিন হইতে পারে না, এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহাকে নির্ম্মল ভাব বলিয়া কখনই বলা যাইতে পারে না। চৈতন্য প্রভুর উপদেশে এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।

অতএব পূর্ণ ভক্তি হইবে তাহার।
জনক-জননী ভাব হইবে যাহার ॥ ৪৪
নানাবিধ ভক্তিশাস্ত্রে দেখিবে হে রায়।
এক ভাব ভজি শুদ্ধ ভক্তি নাহি পায়।
অন্য ভাবে দ্বেষী হয়ে নিন্দার ভাজন।
সদা কাল হইতেছে মূখ ভক্তগণ ॥ ৪৫
বৈষ্ণব নহিবে কভু সেই অভাজন।
যাহার মনেতে নাহি যুগলভজন ॥
জনকজননীস্নেহ সেই নাহি পায়।
তাহার ভজন সব অধঃপাতে যায় ॥ ৪৬
কেবল জনকে যে বা করিছে ভজন।
কঠিন স্নেহের পাত্র হয় সেই জন ॥
কেবল জননী যে বা করিছে ভাবনা।
অতি মৃদু স্নেহ প্রাপ্তি তাহার কামনা ॥ ৪৭
কঠিন ও মৃদু দুই হইলে মিলিত।
অতি মিষ্ট ফল দেয় দেবের বাঞ্ছিত ॥
সামঞ্জস্য ভাব তারে শাস্ত্রমতে কয়।
বৈষ্ণবের প্রেম ইহা জান মহাশয় * ॥ ৪৮

---

* ঈশ্বরকে জনকজননী উভয়ভাবে মনে করা নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যেহেতু ইহাতে কঠিন ও মৃদু উভয়

রামানন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসে তখন।
কি নামে ঈশ্বরে আমি করিব ভজন॥
সহাস্য বদনে প্রভু করিল উত্তর।
সে তত্ত্ব বলিব তবে শুন ভক্তবর॥৪৯
অগণ্য নামেতে বিভু ব্যক্ত চরাচরে।
অসংখ্য তাঁহার নাম পৃথিবীভিতরে॥
অষ্টোত্তর শত নাম ঋষিগণে দিল।
ভক্তগণ আর লক্ষ নাম প্রকাশিল॥৫০
সকল নামের অর্থ একমাত্র জান।
কেহ কৃষ্ণ বলি ডাকে কেহ ভগবান্॥
কেহ ভগবতী বলে কেহ বা শঙ্কর।
গণপতি সুরপতি নাম বহুতর॥৫১
নামের উদ্দেশ্য মাত্র সেই ভগবান্।
জগত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর প্রেমের সন্তান॥
নামভেদে দ্রব্যভেদ কভু নাহি হয়।
দ্রব্যের সহস্র নাম থাকে মহাশয়॥৫২

ভাবের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। অধুনাতন যে সকল একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে এরূপ শ্রেষ্ঠ ভাবের সাধনা দেখা যায় না। বোধ করি, সংস্কৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর জগতে নাই।

সূর্য্যকে যদ্যপি দেও নাম নিশাপতি।
দিবাকর নাম দেও নিশাকর প্রতি॥
তবুও রাত্রিতে নহে সূর্য্যের উদয়।
দিবাপতি নহে চন্দ্র শুন মহাশয়॥৫৩
অতএব যে নামে ভজিবে ভগবানে।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, জান দিব্য জ্ঞানে॥
কৃষ্ণ বল হরি বল সকলি সমান।
ভক্তির বিষয়মাত্র এক ভগবান্॥৫৪
ইহার ভিতরে এক সূক্ষ্ম বিবেচনা।
করিবে সাধক জন সদাই ভাবনা॥
যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাসে যে ঈশ্বর পাইবে।
তাঁহাকে নামের সহ সংযোগ করিবে॥৫৫
অপবিত্র ভাব নামে না দিবে কখন।
তা হলে কখন নাহি হইবে সাধন॥
পবিত্র ঈশ্বরে আনি হৃদয়ভিতরে।
যে নামে অর্চ্চিবে তাঁরে সেই তৃপ্তি করে॥৫৬
কোন দুষ্ট জনে যদি জানি দুষ্ট জন।
ডাকে তার নাম ধরি বলি নারায়ণ॥

নামের সহিত কোন অপবিত্রভাব সংলগ্ন করিবে না।

ঈশ্বরের নাম যদি নারায়ণ হয়।
তবু ভগবান্ তাতে মনোযোগী নয়। ॥৫৭
অতএব ভাবযুক্ত নাম নাহি হলে।
কীর্ত্তনের ফল তার কভু নাহি ফলে॥
এ বিষয়ে ভক্তগণ হবে সাবধান।
ভাবের অভাবে নামে নাহিক কল্যাণ।৫৮
আমার বিধান এই শুন মহাশয়।
ভক্তিমূল জানি লহ নামের আশ্রয় †
অভক্তের নাম জপ ভণ্ড আচরণ।
তাহাতে সতর্ক হবে ভক্ত মহাজন॥৫৯

প্রথমেই এই শ্লোকের ভাব অজামিল সংবাদের বিরুদ্ধ বোধ হয়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অজামিল ও রক্ষাকর্ত্তা ভাবে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল।

† ঈশ্বরের নাম অনর্থক গ্রহণ করা নিষ্ফল। চৈতন্য প্রভুর উপদেশে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যখন ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে, তখন তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মনেতে গ্রহণ পূর্ব্বক নাম জপ করিবে। ভাবযুক্ত নাম গ্রহণে বহুবিধ ফল হয়। ভণ্ড তাপসেরা জপ করিতে করিতে নানাবিধ বাক্যব্যয় ও অন্যান্য কার্য্য করে, তাহাতে প্রভুর মতে কোন ফল হওয়া সম্ভব নহে।

অন্যনামদ্বেষী কভু নহে ভক্তজন * ।
যেহেতু জগতে হয় বিবিধ সাধন ॥
ভণ্ডতা ত্যজিবে সদা এই মাত্র সার ।
নির্ম্মল ভক্তের † মাত্র জানহ উদ্ধার ॥ ৬০

ইতি শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা উপনিষৎ ব্রহ্মবি-
দ্যায় ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীমচ্চৈতন্য রামানন্দ
সংবাদে ঈশ্বরনির্ণয়নামক
দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

---

* চৈতন্য প্রভু ভক্তগণকে অন্য নামে দ্বেষ করিতে নিষেধ করেন। মনুষ্য ঈশ্বরকে যে নামে সচ্চিদানন্দরূপে আরাধনা করে, সেই নামই তাহার পক্ষে ঈশ্বরের প্রকৃত নাম হয়। অতি নির্ম্মল নাম ও ভণ্ডকর্ত্তৃক উচ্চারিত হইলে ফলপ্রদ হয় না।

† নির্ম্মল ভক্ত তাহাকেই কহা যায়, যাহার এই সকল লক্ষণ আছে।

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্ দরশন ॥
কৃপালু অকৃত দ্রোহ সত্য সার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্ গুণ ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী ॥
ইতি চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য বাক্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

রামানন্দ রায় বলে প্রভু দয়াময়।
উপাসনা পর্ব্ব মোরে শিখাও নিশ্চয়।
কি প্রকারে হরি ভজি কিসে পাই গতি।
কি কার্য্য করিলে হয় হরি প্রতি মতি ॥১
শ্রীহরি সাধনা রায় অতি চমৎকার।
তাঁহার অর্চ্চনে নাহি থাকে অন্ধকার॥
দিব্যগতি অনায়াসে হরিভক্ত পায়।
হরিভক্ত সদা পূজ্য রামানন্দ রায়॥২
সাধনা কাণ্ডেতে হয় দ্বিবিধ বিভাগ।
ঈশ্বরে অর্পিত কার্য্য আর অনুরাগ॥
সকর্ম্ম প্রেমীর হয় উৎকৃষ্ট সাধনা।
অকর্ম্ম প্রেমীর অঙ্গহীন উপাসনা॥ ৩
প্রেমহীন কর্ম্মী কভু শ্রেষ্ঠ নাহি হয়।
তার কার্য্যে ফলবাঞ্ছা আছে ত নিশ্চয়॥
অর্জ্জুনে শিখায় কৃষ্ণ হইতে নিষ্কাম*।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মী হও গুণধাম॥৪

---

*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিতে কহিয়াছেন।

দুই পদে নর যেন করিছে গমন।
প্রেম আর কার্য্যদ্বারা তেমনি সাধন ॥
একের অভাবে নাহি হয় উপাসনা।
অবশেষে খণ্ড ভক্ত পাইছে যাতনা ॥৫
নিষ্কাম কর্ম্মেতে হয় বৈরাগ্য গ্রহণ।
বৈরাগ্য না হলে কভু না হয় সাধন ॥
বৈরাগী জানিহ সার এ ভব সংসারে।
মুক্তিলাভ করে নর বৈরাগ্য আচারে ॥৬
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই বৈরাগ্য যে লয়।
বিষয়ে আসক্ত হলে বৈষ্ণবতা ক্ষয় ॥
বৈষ্ণব আচার যদি চাহ মহাশয়।
একবারে কর তবে বৈরাগ্য আশ্রয় ॥৭
যথার্থ বৈরাগ্য লোকে বুঝিতে না পারে।
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি বৈরাগ্য আচারে ॥
কেহ বা সংসার ত্যজি বৈরাগী বলায়।
কেহ বাঘাম্বর পরি দণ্ডাশ্রমে যায় † ॥৮

ভক্ত যদ্যপি কর্ম্মহীন হয়, তবে তাহাকে খণ্ড ভক্ত বলা যায়।

† কাশীধামে প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করায় প্রকাশানন্দের শিষ্য এইরূপ বলেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাক্য দৃঢ় করি মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥

পূর্ব্বোক্ত ভ্রমের মধ্যে এও ভ্রম হয়।
এ ভ্রম শোধনে যত্ন কর মহাশয়॥
যেহেতু মার্জ্জিত মনে বৈরাগ্য গ্রহণ।
সদা কাল করিতেছে বুদ্ধিমান্ জন॥৯
যথার্থ বৈরাগ্য হয় বিষয়ে বিরাগ।
আত্মার উৎকর্ষ আর জ্ঞানে অনুরাগ॥
ঈশ্বরেতে আত্মাদান কর্ত্তব্য সাধন।
নিষ্কাম হইয়া কার্য্য কর সম্পাদন॥ ১০
আরো স্বল্পে বলি তবে বৈরাগ্যলক্ষণ।
মনোযোগী হয়ে রায় করহ শ্রবণ॥
সকর্ম্ম প্রেমের সহ স্রষ্টার সাধন।
স্বার্থহীন ভ্রাতৃভাব জগতে স্থাপন॥১১
ত্যাগ শব্দে বৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝা যায়।
কিন্তু ত্যাগ শব্দ-অর্থ বুঝা বড় দায়॥
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি কত মহাশয়।
সংসার ত্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয়॥১২
অতিজ্ঞান দোষে দোষী সে সকল হয়।
স্বার্জ্জিত ভ্রমকে মনে দিয়াছে আশ্রয়॥

পরমার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ।

অশ্রেষ্ঠ ফলের লাভ তাহারা করিবে।
শ্রেষ্ঠ ফল সদা কাল দূরেতে রহিবে ॥ ১৩
ত্যাগ শব্দে দুই অর্থ করে বুধগণ।
লিপসার অভাব আর সংসার বর্জ্জন ॥
লিপসাহীন হওয়া জান হয় শ্রেষ্ঠতর।
অধিক শক্তির কার্য্য জান ভক্তবর ॥ ১৪
সংসারেতে থাকি লোভে করে পরাজয়।
বিরাগী তাহারে শ্রেষ্ঠ কহি মহাশয় ॥
লোভেতে বেষ্টিত হয়ে বাঞ্ছা নাহি করে।
সে জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাহি আর নরে ॥ ১৫
জনকাদি মহাজন এই সে প্রণালী।
অবলম্বি এ বৈরাগ্য রাখে গৃহস্থালি ॥
জ্ঞানিবর শুকদেব পরীক্ষা করিল।
বৈরাগী গৃহস্থে শ্রেষ্ঠ মনেতে জানিল* ॥ ১৬

চৈতন্য প্রভু সংসারী বৈরাগীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। জনক রাজার উদাহরণ দেওয়ায় তাঁহার বাক্যের অর্থ বোধে কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্যাসপুত্র শুকদেব ব্যাসদেবের নিকট জ্ঞানোপদেশ যাচ্ঞা করায় তিনি তাঁহাকে জনক রাজার নিকট যাইতে কহেন। উক্ত পরামর্শানুসারে শুকদেব জনক রাজার নিকট গমন করেন। এবং জনক রাজা তাঁহাকে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া যখন তাঁহাকে বৈরাগী বোধ

যে জন সন্ন্যাস লয় ত্যজিয়া সংসার।
তাহার অন্তর জান দুর্ব্বল অসার ॥
প্রলোভনে ভয় করি হেন স্থানে রয়।
যথা প্রলোভনে নাহি দেখিবে নিশ্চয় ॥১৭

করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া শান্তি দান করিলেন। যদিও চৈতন্য প্রভু নিজে সংসার বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার উপদেশ সর্ব্বদাই গৃহস্থ বৈরাগীর সাপেক্ষ দেখা যায়। প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক একজন ভক্ত ঈশ্বরের জ্ঞান পাইবার জন্য প্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন, প্রভু ঐ জ্ঞান পাইবার জন্য তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের নিকট যাইতে বলেন। মিশ্র তথা হইতে আসিয়া রামানন্দকে বিষয়াসক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাহাতে প্রভু একপ কহিয়াছিলেন যে, যদিও আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তথাচ গৃহস্থ সন্ন্যাসী রামানন্দের ন্যায় অলোভী হইতে পারি নাই। রামানন্দের বৈরাগ্য গৃহস্থালিকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাও চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, ভক্তিরস বিষয়ে কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে প্রভু তাহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইতেন। ইহাতে বোধ হয় যে, রামানন্দকে এই গ্রন্থের লিখিত উপদেশ সকল প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রচারক আচার্য্য পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, হরিদাস ও রামানন্দকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে দেওয়ার প্রভুর আর একটী উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার ইচ্ছা একপ ছিল যে, নীচ জাতিগণে উচ্চ জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগকেও শিক্ষা দিবেন। চরিতামৃতে লিখিত আছে।—

উভয় সন্ন্যাসে কিন্তু উদ্দেশ্য সমান।
পাপ হতে মুক্ত থাকা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
অশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি সংসার বর্জ্জন।
সংসারী বৈরাগী হয় শ্রেষ্ঠ মহাজন। ১৮
যদিও এ কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনে কহিল।
দুষ্ট লোকে অর্থ তাঁর বিকৃত করিল ॥
স্বার্থলাভে বুদ্ধিহীন শাস্ত্রলোপ করে।
অপ্রকৃতে শ্রেষ্ঠ করি প্রকৃত উপরে ॥ ১৯
রামানন্দ বলে প্রভু বুঝাও আমারে।
কি কারণে তবে তুমি ত্যজিলে সংসারে ॥
প্রভু বলে রামানন্দ করেছ শ্রবণ।
দণ্ড ভাঙ্গি দিল নিত্যানন্দ মহাজন। ২০
সন্ন্যাস লইয়া পাই এক মাত্র দণ্ড।
তাহাও নিতাই মোর করে খণ্ড খণ্ড ॥

আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্যস্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্ব্বনাশ।
নীচ শুদ্রদ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥
পুনরায় প্রভু কোন স্থলে রামানন্দকে বলেন :—
কিবা বিপ্র কি সন্ন্যাসী শুদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

আর দণ্ড মিলে নাকি জগত সংসারে।
তাই হেন প্রশ্ন কর তুমি হে আমারে॥ ২১
সংসারের অর্থ যদি বুঝ পুনরায়।
তা হলে এমত প্রশ্ন না করিবে রায়॥
অদ্বৈতের ঘরে মম জননীর প্রতি।
কি কথা বলেছি আমি জান মহামতি॥ ২২
সভয়ে শ্রীরামানন্দ যুড়ি দুই কর।
তৃণগুচ্ছ ধরি নিজ দশন-উপর॥
বলে ক্ষম যদি আমি করে থাকি দোষ।
আমা প্রতি প্রভু আর নাহি কর রোষ॥২৩
শিখাও আমারে প্রভু বলে পুনরায়।
কিরূপে সাধনা করি বলহ উপায়॥
তোমার অমৃত বাক্য প্রবেশি অন্তরে।
অস্থির অন্তরে মম শান্তি দান করে॥ ২৪
উল্লাসিতান্তরে তবে শচীসুত কয়।
মন দিয়া সেই তত্ত্ব শুন মহাশয়॥
তোমার বাক্যেতে কভু ক্রোধ নাই মম।
সন্ন্যাসীর ক্রোধ থাকা বড়ই বিষম॥ ২৫
সাধনা দ্বিবিধ হয় শুন মহাশয়।
প্রচার ও উপাসনা এই ত নিশ্চয়॥

উপাসনা পুনরায় দ্বিপ্রকার জান।
আন্তরিক কার্য্য সেই ভক্তি আর ধ্যান॥ ২৬
ধ্যানেতে বিশুদ্ধ হয় ভক্তের হৃদয়।
ঈশ্বরের জ্ঞান জ্যোতিঃ অন্তরে উদয়॥
সর্ব্বদা শ্রীহরি ধ্যান করে ভক্তগণ।
ধ্যান* সে ভক্তের প্রাণ জান মহাজন॥ ২৭
ভক্তির লক্ষণ আমি কি কব তোমায়।
ভক্তের প্রধান তুমি রামানন্দ রায়॥
ভক্ত বিনা ভক্তি ভাব কে বুঝিতে পারে।
প্রেমের অর্পণ ভক্তি বিদিত সংসারে॥ ২৮
ভক্তির বিচ্ছেদ কভু ভক্তহৃদে নয়।
ভক্তিতে জীবিত থাকে ভক্ত মহাশয়॥
ভক্তি প্রকাশের জন্য নির্ণীত সময়।
ভণ্ড তাপসের সদা আছে ত নিশ্চয়॥ ২৯
নির্ব্বোধ মানব সব ভণ্ড আচরণে।
ভক্তি ভাব প্রকাশিছে অন্যের সদনে॥

---

* ঈশ্বর চিন্তা ও মনের মধ্যে ধর্ম্মভাবের আলোচনাকে ধ্যান বলা যায়। ধ্যানেতে কৃষ্ণের আনন্দময় মূর্ত্তিকে ভাবনা করিতে হয়।

সে কেবল যশ হেতু জান মহাশয়।
তাহাদের দৃঢ় ভক্তি কভু নাহি হয়॥ ৩০

উপাসনা পর্ব্ব হয় বড়ই নির্ম্মল।
মানবে ঈশ্বরে ঐক্য জলে যেন জল॥
জন-সঙ্গ-লিপ্‌সা *ইথে কভু নাহি মিলে।
অমিশ্রিত তৈল যেন ফেলিলে সলিলে॥ ৩১

প্রচার দ্বিবিধ পুনঃ ব্যাখ্যা সংকীর্ত্তন।
বিভুতত্ত্ব ব্যাখ্যা ধর্ম্ম-প্রচার কারণ॥
কীর্ত্তনের ফল হয় অতি সুনির্ম্মল।
যাহাতে উথলে প্রেম সমুদ্রের জল॥ ৩২

হরিনাম কীর্ত্তনেতে প্রেমের উদয়।
অন্তরের ভ্রম মলা সদা হয় ক্ষয়॥
পাপিগণে ভক্ত সহ হইয়া মিলিত।
ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হয় সুপথ নিশ্চিত॥ ৩৩

---

*মনুষ্য মনুষ্যের সহবাস স্বভাবতঃ ইচ্ছা করে এই ইচ্ছাকে কবিরাজ মহাশয় মৈত্র প্রেম বলিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে জন-সঙ্গ-লিপ্সা কথাটী ব্যবহার করা গেল।

আর এক মহাফল কীর্ত্তনের* অঙ্গ।
গীত ছলে মন্দ লোক পায় সাধুসঙ্গ ॥
সাধুসঙ্গে সাধু ভাব প্রকৃতির রীত।
কীর্ত্তনে উদ্ধার হয় জগতে বিদিত ॥ ৩৪
শাস্ত্র ব্যাখ্যা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য প্রধান।
অজ্ঞানী মনুষ্যে সদা করে জ্ঞান দান ॥
গুরুর নিকটে শিষ্য যত্ন সহকারে।
শিক্ষা করে ধর্ম্মতত্ত্ব সদাই সংসারে ॥ ৩৫

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো
দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদ বন্নৃ-
ত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে জনক প্রতি শুক বাক্যং।
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করি লয় ॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
সাধন ভক্তিতে হয় অনর্থ নাশন।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যের রুচির উদয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥
ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যবাক্য।

অতএব ভক্তগণ নির্ণীত সময়ে।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা সদা করে বহু জন লয়ে॥
এইরূপে মনঃক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজচয়।
রোপিত হইয়া বৃদ্ধি হয় মহাশয়॥ ৩৬
ব্যাখ্যা আর কীর্ত্তনের সৌহার্দ্দ বিস্তর।
পরস্পর সাহায্যেতে সর্ব্বদা তৎপর॥
কীর্ত্তনে মানসক্ষেত্র সর্ব্বদা কর্ষণ।
ধর্ম্মের পবিত্র বীজ ব্যাখ্যায় বপন॥ ৩৭
কীর্ত্তনে ব্যাখ্যায় মন হইলে নির্ম্মল।
অনুতাপে পূর্ব্ব পাপ হয় ত বিকল॥
শ্রীহরি সাধনে ভক্ত হয় যত্নবান্।
এইরূপে নরলোক পাইবে কল্যাণ॥ ৩৮
সাধনার অঙ্গ এক কর্ত্তব্য সাধন *।
তাহে যত্নবান্ সদা ভক্ত মহাজন॥
কর্ম্মযোগ অর্জ্জুনে শিখায় যদুপতি।
যাহা বিনা নর লোকে না হয় সদ্গতি॥ ৩৯

---

* কর্ত্তব্য তিন প্রকার অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি ও অপরের প্রতি। উপাসনা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধনের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য

জ্ঞানীলোক সদা চিন্তে কর্ত্তব্য সাধন।
অজ্ঞানী কর্ত্তব্য ত্যজি কর্ম্ম হীন হন॥
শ্রীহরির কুসন্তান কর্ম্ম হীন হয়।
শ্রেষ্ঠ ফল তারা কভু না পাবে নিশ্চয়॥ ৪০

সাধন হয়। স্বীয় আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিলে আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সমাধা হয়। সর্ব্বোপকারদ্বারা ও প্রতিপাল্যদিগকে প্রতিপালন করিয়া অপরের প্রতি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যৎকালে রামানন্দ রায়ের ভ্রাতৃবর্গ বিষয় ও পরিবারাদি পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে চাহিলেন, তখন প্রভু এইরূপ কহিলেন :—

প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥
মহা বিষয় কর কিন্তু বিরক্ত উদাস।
সদা কাল তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস॥
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞাপালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায়॥

ন কর্ম্মণা মনা রম্ভাম্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি॥

ভগবদ্গীতা

কর্ত্তব্য নির্ণয় করে সরল অন্তর।
অকর্ত্তব্য পরিহার কার্য্য গুরুতর ॥
এ দুয়ে সক্ষম যেই সেই বিজ্ঞলোক।
তাহারে জানিবে রায় শ্রেষ্ঠ পুণ্যশ্লোক ॥ ৪১

অতি কৃপাবান্ বিভু হইয়া সদয়।
সর্ব্বজনে শক্তি দিল করিতে নির্ণয় ॥
কোন কার্য্য অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্য কি হয়।
স্বভাবতঃ সেই শক্তি অন্তরেতে রয় ॥ ৪২

এমন সরল শক্তি কুসঙ্গে বিনাশ।
সাধু সঙ্গে সে শক্তির উন্নতি প্রকাশ ॥
অতএব সাধু সঙ্গ সর্ব্বদা গ্রহণ।
অসাধুর সঙ্গ সদা করিবে বর্জ্জন ॥ ৪৩

কুতর্কী নাস্তিকগণ কুতর্ক অনলে।
কুক্রিয়া বায়ুর খর সঞ্চালন বলে ॥
শত সিদ্ধ বিচারেরে বিদগ্ধ করিয়া।
বাহিরে ফিরিছে বিভু সন্ধান লইয়া ॥ ৪৪

হায় বড় মূর্খ তারা বুঝিতে না পারে।
ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন সকল আধারে ॥

বিভুর প্রত্যক্ষ হয় ত্রিবিধ প্রমাণ।
এ তত্ত্ব বুঝিতে তারা না করে সন্ধান ॥ ৪৫
স্বভাবতঃ নিজ মনে ঈশ্বর প্রকাশ।
বাহ্য কৌশলেতে বিভু হয়েন বিকাশ ॥
পরম্পরা জ্ঞানে পুনঃ তাঁহার দর্শন।
এ তিন উপায়ে তাঁরে দেখে বুধগণ ॥ ৪৬
অবিকৃত মন যার সে দেখে প্রত্যক্ষ।
সৃষ্টি কৌশলেতে পুনঃ তাঁরে করি লক্ষ ॥
উন্নত জনের দেখি চরিত নির্ম্মল।
তাহাতে বিম্বিত পাই ঈশ্বরের বল ॥ ৪৭
খণ্ডজ্ঞানী একমাত্র পথে দৃষ্টি করি।
খণ্ড ভাব ঈশ্বরের অন্তরেতে ধরি ॥
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ বলি অহঙ্কার করে।
অন্যপথগামী প্রতি বিদ্বেষ আচরে * ॥ ৪৮
এ কারণ যুক্তিবাদী ভক্তে করে দ্বেষ।
খণ্ড ভক্ত করে পুনঃ যৌক্তিকে বিদ্বেষ ॥

---

* ঈশ্বর তিন প্রকারে প্রত্যক্ষ। মনুষ্য তাঁহাকে আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা, জগতের সৃষ্টি কৌশলে ও অবতারগণের চরিত্র ও উপদেশের দ্বারা প্রাপ্ত হন। এই তিনটীর অন্যতর নাম বিশ্বাস, যুক্তি ও শাস্ত্র।

পরম্পরা জ্ঞানী তাহাদিগে ঘৃণা করে।
অন্ধ দৃষ্ট হস্তি যেন ভাবিছে ঈশ্বরে * ॥ ৪৯
অতএব ত্রিবিধ প্রমাণে যদি মন।
পরম পদার্থ পদে করে দরশন ॥
ধর্ম্মবিষয়ক দ্বেষ জগতে না রবে।
নির্ম্মল ঈশ্বর ভাব মনুষ্যেতে লবে ॥ ৫০
রায় বলে প্রভু এক সন্দেহ আমার।
উদয় হইল তাই দেখি অন্ধকার ॥
কিরূপে মনকে করি ঈশ্বরে অর্পণ।
কি ধ্যান করিলে পাই সেই নিত্য ধন ॥ ৫১

---

* নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের খণ্ড ভাব মাত্র প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে বোধ করিতে পারেন না। প্রভু ঐ সকল ব্যক্তি-কে হস্তিদর্শনেচ্ছুক ছয়জন অন্ধের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কথিত আছে যে, ছয়জন জন্মান্ধ ব্যক্তি হস্তির আকার বোধ করিবার জন্য একটা হস্তিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করতঃ স্ব স্ব স্থানে পুনরাগত হইয়া পরস্পর তর্ক আরম্ভ করিলেন। কেহ বা হস্তিকে কুলার ন্যায় কেহ বা স্তম্ভের ন্যায় কেহ বা কদলী বৃক্ষের ন্যায় ব্যাখ্যা করায় পরস্পর ভয়ানক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। সকলেই আপন সাধ্যমত হস্তীর কোন কোন অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া একপ স্থির করি-

শুন রামানন্দ প্রভু কহে পুনরায়।
ঈশ্বরের স্বরূপেতে জ্ঞান হওয়া দায়॥
এ জন্য মানব নিজ জ্ঞানে দৃঢ় করি।
কল্পনা আশ্রয় করে যুক্তি পরিহরি॥ ৫২
ঈশ্বরেতে আছে কিবা মনুষ্য না জানে।
যথার্থ জ্ঞানের প্রাপ্তি না হয় সন্ধানে॥
এই মাত্র স্থির হয় ঈশ্বরবিষয়।
সকলের শ্রেষ্ঠ বিভু মঙ্গল-আলয়॥ ৫৩
যত কিছু দৃষ্ট হয় জগতভিতর।
মানব প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ তাহার উপর॥
তাহার সম্পূর্ণ ভাব ঈশ্বরে অর্পণ।
স্বভাবতঃ করে নর শান্তির কারণ॥ ৫৪
দয়া স্নেহ শক্তি আর আনন্দ বিচার।
যাহা যাহা নরমধ্যে জানি সদাচার॥
সেই সব পূর্ণ * ভাবে ঈশ্বরে চিন্তিয়া।
মনুষ্যস্বভাব থাকে নিশ্চিন্ত হইয়া॥ ৫৫

য়াছেন। অতএব নিজ নিজ সিদ্ধান্ত কেহই পরিত্যাগ করিলেন না।

* এই সকল মনুষ্য ভাব ঈশ্বরে কল্পনা করিয়া

যদিচ কল্পনা ইহা মানব অন্তরে।
তথাচ ইহাকে সত্য জানে বিজ্ঞবরে।
যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পাই এই ভাব ॥
যুক্তি পুনঃ দৃঢ় করে ইহার স্বভাব ॥ ৫৬
সম্পূর্ণ মানব ভাবি ঈশ্বরে সাধনা।
সদাকাল সাধু করে হেন আরাধনা ॥
আপন প্রবৃত্তি সব যোগ প্রকরণে।
ঈশ্বরে অর্পণ করিবেক ভক্ত জনে ॥ ৫৭
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সব করি পরিহার।
সাধনা করিবে সাধু হয়ে সদাচার ॥
নম্রতা ও সহিষ্ণুতা করিয়া আশ্রয়।
সেবিবে পরম পদে এই ত নিশ্চয় ॥ ৫৮
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য ও মদ।
হীনবুদ্ধি জনে জানে বড়ই সম্পদ ॥

ভক্তগণ আত্মারাম স্বরূপে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে স্থাপনা করে। যদিয় ইহা কল্পনার কার্য্য বটে তথাচ ইহাই যথার্থ সত্য যেহেতু ইহা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। জগদীশ্বর মনুষ্যকে আপনার স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্পণ করিয়া মানব ভক্তির গ্রাহ্য হইয়াছেন।

বৈরাগী ভক্তির বলে দমিয়া এ সব।
ভক্তি আর ক্ষমা দুই জানিবে বৈভব ॥ ৫৯
ভক্তি করি ঈশ্বরেতে ক্ষমা ভ্রাতৃগণে।
ক্ষমিলে ক্ষমার পাত্র হয় সর্ব্বজনে ॥
অপরাধহীন কভু মনুষ্য না হয়।
অতএব ক্ষমা সার জান মহাশয় ॥ ৬০

ইতি শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যায়*
ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীমচ্চৈতন্য রামানন্দ†
সংবাদে সাধননির্ণয় নামক
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

---

* কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ বলিয়া নাম করণ করিয়াছেন। বোধ হয়, শ্রীভগবদ্গীতার তদ্রূপ নাম করণের ইহা অনুকৃতি মাত্র। এই নাম করণ আমার বিবেচনায় অন্যায় নহে, যেহেতু এ গ্রন্থখানি চৈতন্যবাক্য।

† শ্রীমদ্ভবদ্গীতা যোগ শাস্ত্র, অতএব ভক্তমণ্ডলী এই গ্রন্থ খানিতে যোগশাস্ত্র অপেক্ষা উচ্চতর ভক্তি শাস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। জগতে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা ভক্তি শাস্ত্র যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, তাহা সমস্ত জ্ঞানী-লোকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

"ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" ইতি বৈষ্ণব বাক্য।

চতুর্থ অধ্যায় ॥

এবম্বিধ নানাজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে রায় ।
চৈতন্য চরণে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥
কান্দি বলে প্রভু মোর হলো সংস্কার ।
পরিণাম তত্ত্ব এবে ব্যাখ্যা কর সার ॥ ১
রায়ের ক্রন্দন হেরি দয়া উপজিল ।
শুন রামানন্দ রায় প্রভু উত্তরিল ॥
পরিণাম তত্ত্ব হয় অতি চমৎকার ।
যাহা পেলে ঘুচে যায় মনের বিকার ॥ ২
সে নিগূঢ় তত্ত্ব নর সম্পূর্ণ না পায় ।
যেহেতু মানব জ্ঞান স্বল্প দূর যায় ॥
ঈশ্বরের অভিপ্রেত কখন এ নয় ।
অসাধ্য ভ্রমেরে নর করিবেক জয় ॥ ৩
জন্ম আর মৃত্যু দুই জীবনের সীমা ।
এই রাজ্যে নরলোক প্রকাশে গরিমা ॥
নাহি জানে সীমা অন্তে আছে কোন দেশ ।
জীবন বিচ্ছেদে কোথা করিবে প্রবেশ ॥ ৪

যুক্তি যোগে কত মত করিয়া যতন।
জ্ঞান কিছু না পাইয়া কত অভাজন ॥
স্থির করে কিছু নাই সীমার বাহিরে।
সুখ ভোগে মত্ত হয় জীবন মন্দিরে * ॥ ৫
কেহ বা অস্থির হয়ে অজ্ঞান গরলে।
মায়াময় এ জগত বুঝায় সকলে † ॥
কেহ বা প্রকৃতিতত্ত্ব করিয়া সন্ধান।
প্রকৃতির পরিণাম করে অনুমান ‡ ॥ ৬
সে সকল মূঢ় লোক নাহি জানে মনে।
ফলহীন পরিশ্রম অসাধ্য সাধনে ॥
অসাধ্য ভ্রমের বশে ধর্ম্ম করে ক্ষয়।
ভক্তিকে বিদায় দিয়া কর্ম্মহীন হয় ॥ ৭
স্বত সিদ্ধ ভাব এক আছে নরমনে।
পরিণামী এ জগত কালের ঘটনে ॥
অচ্যুত বিশ্বাস এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
পরিণাম জ্ঞানে তাই সতত সন্ধান ॥ ৮

---

* নাস্তিক বা পরলোক অজ্ঞানী সম্প্রদায়।
† মায়াবাদ বৈদান্তিক।
‡ কপিলাদি প্রকৃতি বাদী।

পরিণাম সন্ধানেতে শুভাশুভ ঘটে।
কেহ বা সুপথে যায় কেহ বা সংকটে ॥
সুপথগামীর হয় বিজ্ঞান অর্জ্জন * ।
কুপথির নাস্তিকতা হয় উপার্জ্জন ॥ ৯
পরিণামী এ জগত জ্ঞান ভক্ত বর।
পরিণামে কি হইবে নাহি জানে নর ॥
কিন্তু জ্ঞান পরিণাম উন্নতি সাধন।
যেহেতু উন্নতি ভাব প্রকৃতিলক্ষণ † ॥ ১
জড় জগতের ব্যাখ্যা মম কার্য্য নয় ‡ ।
জীবাত্মার পরিণাম শুন মহাশয় ॥

---

* যথার্থ পরিণাম তত্ত্বে জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ সত্যের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সংস্থাপন হইয়াছে।

† এই পাদ পাঠে বোধ হয় যে, জগতের যাবতীয় বস্তু সর্ব্বদা উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে ও উন্নতিই প্রকৃতির লক্ষণবিশেষ।

‡ চৈতন্য প্রভু জড় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন না, কেবল আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ ছিল। ফলতঃ তাঁহার ভ্রম নির্ণয় অধ্যায় পাঠ করিলে জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগেরও বহুবিধ উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নানা প্রকার পণ্ডিতগণ পরিণামতত্ত্বে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ

জীবাত্মা জড়ের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আত্মতত্ত্বে সদা রায় থাক যত্নবান ॥ ১১
জীবাত্মার পরিণাম করিয়া চিন্তন।
কতরূপ সিদ্ধান্তেতে গত হয় মন ॥
কখন বিচার হয় জীবনবিনাশে।
জীবাত্মা আবদ্ধ হয় গতায়াত পাশে ॥* ১২
সুকর্ম্মে সুদশাপ্রাপ্তি জনম-অন্তরে।
সুকার্য্যে আনন্দ পায় পৃথিবীভিতরে ॥
এইরূপ আশি লক্ষ জনম ভ্রমণ।
করিছে মানবগণ সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৩
কেহ বা কার্য্যের ফলে মানবে ভুঞ্জায়।
ত্রিদিব নরক আর রামানন্দ রায় ॥

করিয়া জগৎকে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ বা জড়তত্ত্বে কবিতা ভাব প্রদান করিয়া অন্ধকার ও শূন্যে গুণারোপ করত তাহাদিগের উপরে সৃষ্টির সংস্থাপন করিতেছেন।

* পূর্ব্ব জন্মের চিন্তা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রভু বলিয়াছেন। প্রভুর বিবেচনায় পূর্ব্ব জন্মের চিন্তা স্বর্গ নরকের ভাব ও নানাপ্রকার মুক্তির কল্পনা কেবল অসাধ্য ভ্রমের ফল স্বরূপ, অতএব অকর্ম্মণ্য। এ সকল চিন্তাহইতে বিরত থাকিতে ভক্তগণকে উপদেশ করিয়াছেন।

স্বর্গেতে দেবতাগণ সহ করে বাস।
নরকে সর্ব্বদা ভোগে শোক দুঃখ ত্রাস ॥ ১৪
কেহ বা পুণ্যাত্মাগণে দিয়া পরিত্রাণ।
একেবারে অস্তিত্বের করিছে নির্ব্বাণ ॥
পাপিরে নির্ব্বাণে নাহি দেয় অধিকার।
ফিরায় জগতে তাঁরে লয়ে বার বার ॥ ১৫
এইরূপ কত মতে করিয়া কল্পনা।
পরিণাম তত্ত্বজ্ঞানে করিছে ভাবনা ॥
অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের ফল সদা পায়।
স্বকৃত সিদ্ধান্তে নিজে নাহি দেয় সায় ॥
এরূপ সিদ্ধান্তে মাত্র সত্যের বিকার।
যথার্থ সত্যকে ইথে করে কদাকার ॥
সত্যের সরল পথ কিন্তু অতি ক্ষীণ।
তাহাতে প্রবেশ মাত্র করিছে প্রবীণ ॥ ১৭
ভ্রম পথ প্রসারিত দেখি মূর্খগণ।
প্রবেশিছে অবিরত অসংখ্য গণন ॥

বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরিক ভাষ্য শুনে।
সেবক ভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ॥
ইতি স্বরূপ বাক্য।

সুফলের জ্ঞানাভাবে মন্দ ফলে জানে।
হেন শুভ ফল নাহি পাবে কোন খানে ॥ ১৮
এরূপ বিশ্বাস যদি কিছু দিন রয়।
তাহাকে ছাড়িতে নারে মনুষ্য নিশ্চয় ॥
সত্য ফল কভু পরে হইলে গোচর।
মিথ্যা ফল বলি হয় ভান নিরন্তর * ॥ ১৯
একারণ মনুষ্যের কর্ত্তব্য প্রধান।
সত্যের সংকীর্ণ পথ করিয়া সন্ধান ॥
মিথ্যার প্রশস্ত পথে না করি গমন।
সংকীর্ণ সত্যের পথে করিবে ভ্রমণ † ॥ ২০
আত্মা পরিণামি ইথে নাহিক সংশয়।
পরিণামে কি হইবে করহ নিশ্চয় ॥
যুক্তি আর বিশ্বাসেতে করিয়া সংযোগ।
সত্যের উদ্ধার করি কর সত্য ভোগ ॥ ২১

---

* বহু দিনের কুসংস্কার জনিত বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া ভান হয় ও সত্য বিশ্বাস প্রাপ্ত হইলেও তা-হাকে মিথ্যা বোধ হয়।

† শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় ও এইরূপ লেখা আছে।

শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥

সুকৃতি * গতিকে আত্মা হইবে উন্নত।
কুকর্ম্মে অবশ্য তাহা হবে অধোগত ॥
কিন্তু কিরূপেতে সেই অবস্থা ঘটিবে।
বিভু ভিন্ন কেবা এই জ্ঞান শিখাইবে। ২২
কি কার্য্য জানিয়া ইহা ভক্তের এখন।
নিষ্কাম হইয়া হও ভক্তির ভাজন ॥
বৈষ্ণব না করে কভু ফলের কামনা।
মুগ্ধ লোকে করে সদা ফলের সাধনা ॥ ২৩
ব্যস্ত থাক শ্রীহরিরে করিতে অর্চ্চন।
দেহ প্রেম মন আত্মা কর্ম্ম সমর্পণ ॥
শ্রীহরি জানেন তব উপযুক্ত ফল।
ফলের নিমিত্ত নাহি হইবে বিকল ॥ ২৪

---

* অনেকেই সুকৃতি ভাগ্য, অদৃষ্ট ও প্রাক্তন এ সকল শব্দেব নিকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রভু যে যে স্থলে এ প্রকার বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছেন সে সে স্থান উত্তমরূপ পাঠ করিলে তদ্দ্বারা কেবল মনুষ্য যে আপন আপন কৃতকার্য্যের ফলভোগ করে ইহাই বুঝা যায়। ঘটনাক্রমে যে যে ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে সে সকল দৈব অর্থাৎ অদৃষ্ট জনিত ফল বোধ হয়। ছোট হরিদাসের লাম্পট্য প্রবৃত্তির আধিক্য দেখিয়া তাহাকে সম্মুখ হইতে বহিষ্কৃত করায় তেঁহ অনুতাপ জনিত দুঃখে কাতর হইয়া এক বৎসরান্তে প্রয়াগে ত্রিবেণী মধ্যে

সালোক্য সারূপ্য আর সাযুজ্য নির্ব্বাণ।
সাষ্টি এই কয়রূপ মুক্তির প্রমাণ॥
সাধারণ ভাব সব জান ভক্তবর।
বৈষ্ণবের গতি ইহা হতে উচ্চতর॥ ২৫
বৈষ্ণবের ভক্তি সার মুক্তি তার দাসী।
যথার্থ বৈষ্ণব নহে মুক্তির প্রয়াসি॥
কি ছার পদার্থ মুক্তি ভক্তির নিকটে।
ভক্তি হলে মুক্তি হয় সকল সংকটে॥ ২৬
মুক্তির যথার্থ অর্থ বোধ কর রায়।
অমঙ্গল হতে মুক্ত মুক্তি বলি তায়॥

আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিছু দিবস পরে কোন ভক্ত প্রভুকে হরিদাসের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় প্রভু কেবল এই মাত্র উত্তর করিলেন "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্।" এই বাক্যে এই মাত্র বোধ হয় যে হরিদাসের অন্তবস্থ কুপ্রবৃত্তিদ্বারা যে সকল পাপ করিয়াছিলেন তদ্দারা কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইয়া আত্মহত্যার কারণ হইল। অথবা ইহকালে হরিদাস যে আত্মহত্যারূপ মহাপাতক করিয়াছেন অবশ্যই লোকান্তরে তাহার ফলভোগ করিতেছেন। প্রভুর বাক্যে অনেক স্থানে জন্ম জন্মান্তরের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাহার সরল অর্থ এই যে মনুষ্য মাতৃগর্ভে জন্মের পর যতবার সংস্কার প্রাপ্ত হন ততবার জন্মান্তর গ্রহণ করেন।

মানবের অমঙ্গল যতেক প্রকার।
ততই প্রকার মুক্তি জান এই সার॥ ২৭
শাস্ত্রেতে ত্রিতাপ বলি অমঙ্গলে কয়।
দৈবিক ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক হয়॥
ত্রিতাপে বিমুক্ত হলে মুক্ত হয় নর।
ইহাতে মুক্তির অর্থ বুঝ ভক্তবর॥ ২৮
শুন বলি সরল করিয়া আরবার।
জগতের অমঙ্গল শ্রেণী হয় চার॥
দৈহিক ও মানসিক আন্তরিক আর।
দৈবিক লইয়া হয় এ চারি প্রকার *॥ ২৯
দৈহিক কুশল হয় শরীর মার্জ্জনে।
ব্যায়ামাদি ক্রিয়া সব স্বাস্থ্যের রক্ষণে॥

---

* চৈতন্য প্রভু অমঙ্গলকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রে কেবল ত্রিতাপ শব্দটী দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রভু ঐ সকল শাস্ত্রের সম্পূর্ণ করণার্থ একটী তাপ বেশী দেখাইয়া আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের অভাব নষ্ট করিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে প্রভু আত্মারাম শ্লোকের অর্থে এইরূপ প্রকাশ করেন।

হরি শব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেমে হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোহি কাহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ॥

পরিমিতরূপে করি ইন্দ্রিয় চালনা।
শরীরের মুক্তিলাভ করে বিজ্ঞজনা॥ ৩
মার্জ্জন ব্যায়াম ত্যাগ করে যেই জন।
ইন্দ্রিয় সুখেতে মত্ত থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
শারীরিক অমঙ্গল তাহার নিশ্চয়।
শারীরিক পাপি সেই জান মহাশয়॥ ৩১
জ্ঞানার্জ্জন শক্তি আর স্মৃতির চালনা।
কল্পনার কার্য্য আর যুক্তির ভাবনা॥
যে করে মানস মুক্তি সেই জন পায়।
ইহাদের অপচয় অতীব অন্যায়॥ ৩২
মানসিক মুক্তি ফল সুজ্ঞান অর্জ্জন।
অজ্ঞান বা অতি জ্ঞান দুয়ের বর্জ্জন॥
অজ্ঞান ও অতিজ্ঞান অমঙ্গল ময়।
বুদ্ধিমান্ এ উভয়ে ত্যজিবে নিশ্চয়॥ ৩৩
আন্তরিক অমঙ্গল দ্বিপ্রকার হয়।
অসত্যে বিশ্বাস আর সত্যেতে সংশয়॥
আন্তরিক পাপে মুক্ত বলিব তাহারে।
সত্যেতে বিশ্বাস করি মিথ্যা পরিহারে॥ ৩৪
কুটিল নির্ব্বোধ লোকে প্রচারে যে ধর্ম্ম।
তাহাতে আদর করা অজ্ঞানের কর্ম্ম॥

নাস্তিকের সিদ্ধান্তেতে শ্রদ্ধা যার হয়।
অতি জ্ঞান অমঙ্গলে সে পড়ে নিশ্চয়॥ ৩৫
আন্তরিক অমঙ্গলে কার্য্যে পরিণত।
করিলে তাহাতে হয় কুক্রিয়া নির্গত॥
মিথ্যা কথা চৌর্য্য আর শপথ গ্রহণ।
জনক জননী প্রতি সদাই হেলন॥ ৩৬
পরদার কদাচার আপন আলয়ে * ।
স্নেহ হীন ব্যবহার স্নেহ পাত্রচয়ে॥
পরের পীড়ন আর সত্যের নিন্দন।
এইরূপ পাপচয় হয়ত সৃজন॥ ৩৭
এ সব পাপের মাতা জানহ অন্তর।
অন্তরে উদ্ভব অগ্রে হয় নিরন্তর॥
অতএব আন্তরিক মুক্ত সেই জন।
যাহার অন্তরে পাপ না পায় জনন॥ ৩৮
দৈবিক পাপের কথা শুন মহাশয়।
দৈব ঘটনাতে যাহা সংঘটিত হয়॥
অসাধ্য ভ্রমের যাহা বলেছি লক্ষণ।
দৈব অমঙ্গল তারে জানে বুধগণ॥ ৩৯

---

* "কদাচার আপন আলয়ে" অর্থাৎ পরিবারদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করা যায়।

দৈব অমঙ্গলে মুক্ত হয় সেই নর।
সর্ব্বদা যাহার থাকে সরল অন্তর ॥
দৈব তাপে মুক্ত তারে বলে বুধগণ।
পরম সুবোধ সেই জান মহাজন ॥ ৪০
দৈব অমঙ্গল ধ্বংস কভু নাহি হয়।
অলঙ্ঘ্য তাহারে তাই জানিহ নিশ্চয় ॥
পণ্ডিত সে অমঙ্গলে করে পরিহার।
এইরূপে দৈবতাপে জানিহ নিস্তার ॥ ৪১
এইরূপ চতুর্ব্বিধ মুক্তি জান রায়।
জীবন্মুক্তি বলি তাকে শাস্ত্রে দেখা যায় ॥
জীবন্মুক্ত নাহি হলে ভক্তি নাহি হয়।
অতএব ভক্তি সার জান মহাশয় ॥ ৪২
রায় বলে প্রভু মোরে দেও শিক্ষা দান।
পূর্ব্ব কৃত পাপে কিসে পাই পরিত্রাণ ॥
জীবন্মুক্ত হয় নর জ্ঞান উপার্জ্জনে।
জ্ঞান উপার্জ্জন হয় কালের ঘটনে ॥ ৪৩
বাল্যে জীব জীবন্মুক্ত না হইতে পারে।
মতি নাহি প্রাপ্ত হয় বৈষ্ণব আচরে ॥
বহু দিন গত হলে মনুষ্যের মনে।
মুক্তির উদয় হয় ধর্ম্মের চিন্তনে ॥ ৪৪

একাল মধ্যেতে যত পাপ করে নর।
তাহাতে উদ্ধার কিসে কহ অতঃপর ॥
ইহার চিন্তনে মন সদাই বিকল।
সুজ্ঞান প্রদান করি করহ সবল ॥ ৪৫
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু বলিল তখন।
অপূর্ব্ব সে বার্ত্তা রায় করহ শ্রবণ ॥
শ্রীহরি যদ্যপি হন করুণা আকর।
তবে কেন ভয় কর ওহে ভক্তবর * ॥ ৪৬

---

* অজ্ঞানে যদ্যপি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করান প্রায়শ্চিত্ত ॥
ইতি চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য বাক্য।

জ্ঞান কৃত পাপ সকলকে প্রভু মায়া পিশাচী আখ্যা দিয়াছেন, যথা :—

নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ ॥
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপ ত্রয় তারে জারি মারে ॥
কাম ক্রোধের দাস হয়ে তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥

দয়াময় ভগবান কৃপার সাগর।
মঙ্গল করিতে ইচ্ছা তাঁর নিরন্তর॥
দণ্ডবিধি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বিচার।
দয়া আর বিচারের সৌহার্দ্দ অপার॥ ৪৭
দয়া আর বিচারের নিগূঢ় সম্বন্ধ।
বুঝে যেই তার মন চক্ষু নহে অন্ধ॥
বিচারের হেতু দয়া দয়াতে বিচার।
করেন জগতে সেই প্রভু সারাৎসার॥ ৪৮
পাপের সদাই হয় দণ্ড বহুতর।
অদণ্ডিত পাপ নাহি রাখেন ঈশ্বর॥
মনস্তাপ মহাদণ্ড পাপী প্রাপ্ত হয়।
মনস্তাপ বিনা কভু পাপ নহে ক্ষয়॥ ৪৯

এই ভাবটী অতিশয় মহৎ ও নিগূঢ়। মনুষ্যগণ নিত্য মুক্ত হইলে নিত্য কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন ও নিত্যতা হইতে দূর হইয়া পাপে আবদ্ধ হইলে কৃষ্ণের নিকটস্থ থাকিতে পারেন না। পাপেতে জর জর হইয়া মনস্তাপরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইতে থাকেন। যদি সাধু বৈদ্য প্রাপ্ত হন তবে অনুতাপরূপ রোগের চিকিৎসার জন্য উপদেশ ঔষধি গ্রহণ করেন। পাপ পিশাচী দূরীভূত হইলে তিনি পুনরায় ভক্তির আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণের নিকটস্থ হন।

জ্ঞানকৃত পাপ যায় প্রায়শ্চিত্ত বলে।
প্রায়শ্চিত্ত শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া জান ভূমণ্ডলে ॥
প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ মনস্তাপ হয়।
মনস্তাপে মনো শুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ৫০
বাল্মিকের চরিত্রেতে দেখ মহাশয়।
মনস্তাপে রত্নাকর ভক্তরাজ হয় ॥*
পূর্ব্বকৃত পাপ সব বিগত হইল।
মহামুনি আখ্যা দেখ দস্যুত পাইল ॥ ৫১
বৈষ্ণবতা যবে নরে করিছে প্রবেশ।
পূর্ব্ব পাপ একেবারে করিতেছে শেষ ॥
অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত তাহার অন্তরে।
অবশ্য পাইবে স্থান জান চরাচরে ॥ ৫২
প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ বৈষ্ণবের সার।
সুবর্ণের হয় যেন অগ্নি সংস্কার ॥
তেমতি মনের মাঝে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম।
বিনা প্রায়শ্চিত্তে কভু নাহি হয় ধর্ম্ম ॥ ৫৩

---

* বাল্মিক পূর্ব্বে রত্নাকর নামে খ্যাত ছিলেন। নারদের কৌশলে তাঁহার অনুতাপ উদ্ভাবিত হয়। বহুদিন অনুতাপ আশ্রয় করায় রত্নাকর পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মারাম সাধন ও বিদ্যার চর্চ্চারদ্বারা রামায়ণ প্রণেতা মহামুনি বাল্মিক হইলেন।

যে কালে হরির দয়া প্রাপ্ত হয় নর।
পূর্ব্ব পাপ স্মরি হয় বিকল অন্তর॥
মনস্তাপে শোকবারি উথলি তখন
অভিষেক করে ভক্তে শুন মহাজন॥ ৫৪
পাপ পরিমাণে মনস্তাপ দীর্ঘ হয়।
অল্প পাপে মনস্তাপ শীঘ্র হয় ক্ষয়॥
মনস্তাপ গত হলে ভক্তি করে রাজ্য।
মনস্তাপ মনুষ্যের পক্ষে অনিবার্য্য॥ ৫৫
ভক্তি মুক্তি দুই রত্ন দেখ বিজ্ঞবর।
মুক্তি আগে ভক্তি পরে পাইতেছে নর॥
মুক্তি বিনা ভক্তি নাই ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
মুক্তির উদ্দেশ্য ভক্তি, ভক্তি শ্রেষ্ঠতর॥ ৫৬
নির্ব্বোধে মুক্তিরে জানে ভক্তি বৃক্ষ ফল।
তাহার অন্তর সদা কামেতে বিকল।
নিষ্কামী না হয় সেই মুক্তি আশা যার॥
না পারে রাখিতে সেই বৈষ্ণব আচার॥ ৫৭
ভাবি ফল বৈষ্ণবের চিন্তনীয় নয়।
অধর্ম্মী সে আশা সদা করিবে নিশ্চয়॥
বৈষ্ণব হইবে সদা হরি প্রেমে রত।
ফল কামনায় তেঁহ সদাই বিরত॥ ৫৮

বৈষ্ণবের প্রার্থনীয় একটী বিষয়।
প্রেম দেও ভগবান মঙ্গল আলয়॥
এই বলি মনোমধ্যে কাঁদিয়া ডাকিবে।
ভক্তির সমুদ্র তবে উথলি উঠিবে॥ ৫৯
বলিতে বলিতে প্রভু অধৈর্য্য হইল।
প্রেমাবেশে ধরাতলে তখনি পড়িল॥
আহা কোথা প্রেমময় শ্রীহরি আমার।
এই বলে উচ্চৈস্বরে কাঁদে বার বার॥ ৬০

ইতি শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যগীতা উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যায়
ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীমচ্চৈতন্য রামানন্দ সং-
বাদে পরিণাম নির্ণয় নামক
চতুর্থোঽধ্যায়॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

আস্তে ব্যস্তে রামানন্দ ভক্তের প্রধান।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন হরি নাম গান॥
জলধির জল কুল বাদ্য আরম্ভিল।
স্থাবর জঙ্গম গীতে মোহিত হইল॥ ১
নাম সংকীর্ত্তনে প্রভু পাইল চেতন।
স্থিরভাবে ভক্তগীত করেন শ্রবণ॥
সমাপ্ত হইল যবে গান তৃপ্তিকর।
আলিঙ্গিল রামানন্দে প্রসারিয়া কর॥ ২
বলিলেন প্রভু তবে সকৃপ অন্তরে।
ভক্তের প্রধান তুমি জানে চরাচরে॥
সার্ব্বভৌম যা কহিল মিথ্যা কিছু নয়।
প্রকৃত বৈষ্ণব তুমি মহত আশয়॥ * ৩
করযুড়ি রামানন্দ প্রকাশে তখন।
প্রভু আমি তব পদে লয়েছি শরণ॥

---

* প্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম প্রভুকে রামানন্দের প্রশংসা করিয়া গোদাবরী তীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিয়াছিলেন।

যেরূপ লওয়াও মোরে সেইরূপ করি।
তোমার প্রসাদে এবে ভজিব শ্রীহরি॥
প্রভু কন রামানন্দ ভক্ত মহাজন।
দিয়াছি যে রত্ন তাহা করেছ গ্রহণ॥
যত্ন কর যেপ্রকারে হইবে প্রচার।
তাহাতে ভক্তির জন্ম ঘুচে অন্ধকার॥ ৫
রামানন্দ বলে প্রভু ভয় হয় মনে।
আদেশিলে নিবেদিব তোমার চরণে॥
প্রভু কন যাহা আছে বলিতে তোমার।
নিঃশঙ্ক হইয়া তুমি বল বার বার॥ ৬

---

* প্রভুর সহিত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথপকথনে এই রূপ প্রচার করিবার আদেশ বুঝা যায়। মিশ্র কহিলেন।

আর এক কথা রায় কহিলা আমারে।
কৃষ্ণকথা বক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণা যন্ত্র॥
মোর মুখে কথা ইচ্ছা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এলীলা তাঁহার॥
যে সব শুনিল কৃষ্ণ রসের সাগর।
ব্রহ্মাদি দেবের এসব না হয় গোচর॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি॥

তবে রায় করযুড়ি বিনত অন্তরে।
নিবেদিল মনোকথা প্রভুর গোচরে ॥
তোমার অনেক কার্য্য বুঝিতে না পারি।
উপদেশ সহ ঐক্য না দেখি বিচারি ॥ ৭
প্রভু কন এই মাত্র সন্দেহ তোমার।
জিজ্ঞাস আমারে তুমি কহি পুনর্ব্বার ॥
রায় বলে প্রভু মোরে বুঝাও এখন।
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি নম কর কি কারণ ॥ ৮
বলেছ প্রাকৃত চক্ষে না দেখি শ্রীহরি।
তবে কেন মূর্ত্তি দেখি নমস্কার করি ॥

প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি ॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণ লেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥
গৃহস্থ হঞা নহে ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥

মনুষ্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে উচ্চবর্ণে প্রবেশ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লেখা আছে যে :—

পিতৃ গোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে।
বিবাহ হইলে স্বামী গোত্রে প্রবর্ত্তকে ॥
তথা বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষামাত্রে শ্রেষ্ঠ হয়।
নীচত্ব শূদ্রত্ব ত্যজি দ্বিজত্বকে পায় ॥

যথা। পিতৃ গোত্রেণ যা কন্যা স্বামি গোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষা প্রভাবেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥

কি কারণে তীর্থে তুমি কর পর্য্যটন।
কি কারণে সর্ব্বদেবে করহ বন্দন॥ ৯
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু বলে শুন রায়।
প্রকৃত প্রাকৃতরূপে শ্রীহরি না পায়॥
কিন্তু দেখ প্রতিমূর্ত্তি মধ্যে আছে সার।
নরের উচিত তাহে করে নমস্কার॥ ১০
প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনার মর্ম্ম অর্থ জান।
ভক্তি করিবারে ভক্ত করেছে বিধান॥
এমত বিষয়ে নাহি ঘৃণা করে জ্ঞানি।
ঘৃণিলে আত্মার হয় সবিশেষ হানি॥ ১১
ঈশ্বরেতে ভক্তি কভু যাহাদের নয়।
প্রতিমূর্ত্তি ঘৃণা তারা করিবে নিশ্চয়॥
যেহেতু তাদের ইচ্ছা বিদ্রূপ করিয়া।
ভক্তের মানস শান্তি দিবেক ভাঙ্গিয়া॥ ১২
প্রতিমা পূজিলে নহে ঈশ্বরে হেলন।
প্রতিমা ঈশ্বর নহে জানে বিজ্ঞজন॥
ঈশ্বর ভক্তির মাত্র উদ্দীপক হয়।
সাধারণে প্রতিমাতে পূজিবে নিশ্চয়॥ ১৩
কোন মূর্খ কৃষ্ণমূর্ত্তি করিয়া দর্শন।
বৃন্দাবন বাসী কৃষ্ণ বিশ্বাসে তখন॥

সে কেবল মূর্ত্তি দেখি ভাবে নিজ মনে।
শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ছিল বৃন্দাবনে ॥ ১৪
যাহারা ঈশ্বরে রাধাকৃষ্ণ আবে ভাবে।
মূর্ত্তি নিদর্শনে ভক্তি তাহারা পাইবে॥
নিদর্শনে হেলা নাহি করে বিজ্ঞজন।
যেহেতু ভক্তির নাশ করিলে হেলন॥ ১৫
প্রতিমূর্ত্তি কভু নহে আরাধ্য আমার।
প্রতিমূর্ত্তি নিদর্শন জানিয়াছি সার॥
ভক্তি উদ্দীপন শক্তি আছে যে তাহার।
তাহাতে জানহ রায় মম নমস্কার॥ ১৬
প্রতিমা নমিলে নহে ঈশ্বরের রোষ।
যেহেতু ঈশ্বরে কভু কিছু নহে দোষ॥
মানবের মত হরি হিংসা যুক্ত নন।
অদ্বিতীয় যে কারণ হন নারায়ণ॥ ১৭
যত কিছু জগতেতে আছে মহাশয়।
সকলি ঈশ্বর সৃষ্ট নাহিক সংশয়॥
অতএব যেরূপেতে করে নিদর্শন।
কভু নাহি হয় তাহা ঈশ্বর হেলন॥ ১৮
মূর্খ লোকে নির্ব্বিশেষ জানিয়া ঈশ্বরে।
প্রতিমা নমিতে হায় সদা ভয় করে॥

দোষ যুক্ত ঈশ্বরের ভাব সদা নয়।
নির্ম্মল শ্রীহরি প্রেম না করে আশ্রয়॥ ১৯
আত্মার নয়নে হরি করি দরশন।
আত্মাময় অবয়বে করি আরাধন॥
নমস্কার করি কিন্তু প্রতিমা সকলে।
উদ্দেশ্য যাহার দিতে সুভক্তি সরলে॥ ২
অতএব ভক্তবর জানহ নিশ্চয়।
প্রতিমা সকল নম্য সদাকাল হয়॥
যথা তথা প্রতিমা করিবে দরশন।
নম করি হরিনাম করহ কীর্ত্তন॥ ২১
প্রচার এমত জ্ঞান যাহা প্রাপ্ত হলে।
প্রধান আত্মাররূপ জানে ভুমণ্ডলে॥
প্রতিমা জানিবে মাত্র হয় নিদর্শন।
সাধারণে করে যাহে ভক্তি উপার্জ্জন॥ ২২
ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে দেখ বিজ্ঞবর।
বিশ্বরূপ অর্জ্জুনে দেখায় ব্রজেশ্বর॥
প্রাকৃত নয়নে সেইরূপ মনোহর।
মানবের রামানন্দ না হয় গোচর॥ ২৩
একারণে দিব্য চক্ষে সুভদ্রার পতি।
নিরীক্ষণ করিলেক বিশ্বরূপ প্রতি॥

সেইরূপ দিব্যচক্ষে দেখে ভক্তগণ।
প্রতিমা কেবলমাত্র তার নিদর্শন ॥ * ২৪
অতিজ্ঞান দোষে নর বলে নিরাকার।
আত্মারাম রূপে সদা করিছে বিকার॥
এ প্রকার নিরাকার বাদী শ্রেষ্ঠ নয়।
ঈশ্বরে সিথিল ভাব তাহার নিশ্চয়॥ ২৫
প্রতিমা ঈশ্বর বলি যেই জন জানে।
আর যেবা ঈশ্বরের আকার না মানে॥
অজ্ঞানী ও অতি জ্ঞানী এই দুই জন।
উভয়ে সমান ফল করিছে অর্জ্জন॥ ২৬
কেহ বা বলিছে আমি নিরাকার বাদী।
ফলতঃ আকার মানে বাক্যের বিবাদি॥ †
ঈশ্বরে মনুষ্য ভাব করিয়া অর্পণ।
মনুষ্যত্বে ঈশ্বরত্ব করিছে দর্শন॥ ২৭

---

* ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনে নৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষু পশ্য মে যোগমেশ্বরং॥

† যাঁহারা নিরাকার বাদ স্বীকার করিয়া সাধনার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা কেবল বাক্যের বিবাদ করেন মাত্র। বস্তুতঃ তাঁহারাও ঈশ্বরের প্রতি মানবভাব অর্পণ করিয়া সাকার বাদী হইতেছেন।

স্রষ্ট প্রতি ঈশ্বরত্ব অর্পিতে না চায়।
মানব কল্পনা জানি নিকৃষ্ট উপায়॥
কিন্তু নাহি জানে মূঢ় ঈশ্বর চিন্তনে।
মানব কল্পনা সত্য নিত্য নিকেতনে *॥ ২৮

---

* নিত্য নিকেতন ইত্যর্থ গোলোক অর্থাৎ আত্ম-ময় দেশ। ভক্তগণ এরূপ কল্পনা করেন যে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিলে বিরজা বেষ্টিত আত্মময় পরব্যোম ও গোলোকধাম পাওয়া যায়, যথায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য ও নিত্যানন্দের সংযোগে পূর্ণানন্দ স্বপ্রকাশ ভাবে নিত্য স্থিতি করিতেছেন। বিরজা অর্থে রজ হীন বুঝায় অর্থাৎ রজগুণ বিহীন নিত্যধাম। রজগুণে সৃষ্টি হয় অতএব কল্পিত বিরজা প্রাকৃত জগতের সীমা যাহা অতিক্রম করিয়া ভক্তগণ ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন। চৈতন্য প্রভু রূপগোস্বামীকে প্রয়াগনগরে এইরূপ রূপকভাবে উপদেশ দেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হয়ে করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম ফল।
ইঁহা মালী সেচে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল॥

ঈশ্বরেতে মানবীয় গুণের অর্পণ।
কল্পনার কার্য্য ইহা জানে বিজ্ঞজন ॥
তবে কেন আত্মারাম আকার অর্পণে।
অতি জ্ঞানি অভাজন ভয় পায় মনে ॥ ২৯
সে কেবল তাহাদের অন্তরের মল।
বিশ্বাসেরে নাহি দেয় হইতে নির্ম্মল ॥
ভক্তির অভাব মাত্র তাহার জনক।
ভক্ত আত্মারামে দেখে জগত পালক ॥ ৩০
রামানন্দ কহে প্রভু বুঝা নাহি যায়।
তবে কেন জ্ঞানি ভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাধায় ॥

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয়ে মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥
তবে যদি উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্প বৃক্ষ পায় ॥

আত্মারাম ভাবি যদি পায় পরমার্থ ।
তবে কৃষ্ণ রাধা ভক্তি পায় কি পদার্থ ॥ ৩১
অম্লানবদনে প্রভু করিল উত্তর ।
এ সন্দেহ তব যোগ্য নহে ভক্তবর ॥
রাধাকৃষ্ণ ভাব হতে উচ্চ কিছু নয় ।
বৈষ্ণবের সার ভাব জ্ঞান মহাশয় ॥ ৩২
কৃষ্ণ নামে বহু ফল বিদিত সংসারে ।
হেন মিষ্ট নাম আর কোথা চরাচরে ॥
প্রেমে মত্ত করি সবে বহুল প্রকারে ।
আকর্ষণ করে যেই কৃষ্ণ বলি তারে ॥ ৩৩
আত্মারাম রূপ জ্ঞান কৃষ্ণের স্বরূপ ।
তাহাই জানহ রায় হয় বিশ্বরূপ ॥
আত্মাতে তাঁহার স্থিতি দিব্য কলেবর ।
দিব্য চক্ষে দেখে ভক্ত আত্মার ভিতর ॥ ৩৪
প্রাকৃতিক ভাব তাঁর অসাধ্য সাধন ।
কভু নাহি হেরে তাঁরে প্রাকৃত নয়ন ॥

তাঁহা কল্প বৃক্ষেরে করয়ে সেবন ।
সুখে প্রেম ফল রস করে আস্বাদন ॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

আত্মাময় রূপ সেই আত্মারাম নাম।
আপন আত্মায় তাঁরে দেখ গুণধাম ॥ ৩৫
মানব আত্মার হয় স্বতন্ত্র গঠন।
স্বতন্ত্র আত্মার ধর্ম্ম শুন মহাজন ॥
অতএব নর বৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে।
নিজ নিজ অন্তরেতে দেখে বিশ্বরূপে ॥ ৩৬
যাহার অন্তরে যেই ভাবের প্রাধান্য।
সেই ভাবে উদ্ভাবিত রূপে করে মান্য ॥
এই জন্য নানারূপ হতেছে কল্পনা।
আত্মারাম নানারূপে মনেতে ভাবনা ॥ ৩৭
এই'ত নিগূঢ় ভাবে জড় ভাব দিয়া।
কত জনে কত মতে রাখে প্রকাশিয়া ॥
নানাবিধ রূপ তাই পৃথিবী ভিতর।
প্রতিমূর্ত্তি ভাবে পরিণত নিরন্তর ॥ ৩৮
কিন্তু ভাবি দেখ ভক্ত কোন ভাব সার।
যাহার প্রভাবে নর পায় সারাৎসার ॥
তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাব জানহ তখন।
সেই ভাবে অবশেষে করিবে সাধন ॥ * ৩৯

---

* সাধন ভক্তির লক্ষণ প্রভু রূপ গোস্বামীকে কহিয়াছেন :—

সচ্চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
ভক্তের ভাবনা মাত্র সেই একরূপ॥
আনন্দাংশে আহ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে বুঝায় জ্ঞান ভক্ত চূড়ামণি॥ ৪০
সচ্চিৎ অর্থেতে হয় নিত্য জ্ঞান রূপ।
আনন্দ সংযোগে হয় কৃষ্ণের স্বরূপ॥
কৃষ্ণে দেখ দুই ভাব আছে সর্ব্বক্ষণ।
কঠিন সরল দুই করহ দর্শন॥ ৪১
কঠিন ভাবেতে কৃষ্ণ জনক সবার।
সরলে জননী ভাব জান এই সার॥
এই দুই ভাব যুক্ত শ্রীকৃষ্ণে সতত।
যুগল সাধনে তাই সদা হবে রত॥ ৪২

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তিব কহি যে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়॥

শ্রীরূপ গোস্বামীও ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে একরূপ লিখিয়াছেন :—

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

পুনরায় প্রভু কহিতেছেন :—

এ দুই বিভিন্ন যেই করিবে ভাবনা।
তাহার কখন নহে সম্পূর্ণ সাধনা ॥
আহ্লাদিনী ভাবে বলি রাধা ঠাকুরাণী।
অতএব রাধাকৃষ্ণ সার বলি জানি ॥ ৪৩
এই ভাব ভাবনায় যেই মহাজন।
রাধাকৃষ্ণ দুই নাম করে উচ্চারণ ॥
তাহার ভক্তির সিদ্ধি হইবে প্রবল।
সে ভক্ত কখন নাহি পায় মন্দ ফল ॥ ৪৪
নিত্য জ্ঞান আনন্দের সংযোগ ঘটনে।
পূর্ণানন্দ মহাভাব হয় সর্ব্বক্ষণে।
সে ভাব মানব নাহি পাইবে কখন ॥
মানবের প্রাপ্য মাত্র ব্রহ্মানন্দ ধন ॥ ৪৫
ব্রহ্মানন্দ উথলিয়া সদা চেষ্টা পায়।
আস্বাদিতে পূর্ণানন্দ বাতুলের প্রায় ॥

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতি উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥
যৈছে বীজ ইক্ষু রস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা সুমিশ্র উত্তম মিশ্রি আর ॥
এই সব কৃষ্ণ ভক্তি রস স্থায়ী ভাব ॥

স্পর্শি স্পর্শি করি তবু স্পর্শিতে না পারি।
ইহার অপেক্ষা নাহি চলে প্রেমবারি ॥ ৪৬
পূর্ণানন্দরূপী সেই আহ্লাদিনী গুণ।
যাহাকে জননী আখ্যা দেই পুনঃ পুনঃ ॥
বিকল স্বভাব সেই ব্রহ্মানন্দ ভাবে।
নিত্যজ্ঞানে ফেলে নিজ আনন্দ প্রভাবে ॥৪
স্বজাতির প্রতি হয় স্বজাতির টান।
তাই আহ্লাদিনী ব্রহ্মানন্দে লয়ে যান।
আপন কান্তাকে দেন ভোগ করিবারে।
আহ্লাদিনী ভাসে তাহেআনন্দ*পাথারে ৪৮
জীবন্মুক্তি এই ভাবে নর লোকে হয়।
কান্তাভাব রাধা সহ হইতে নিশ্চয় ॥
অশ্লীল ভাবেতে মাত্র দুষ্ট লোকে জানে।
বৈষ্ণবতা নষ্ট চাহে বিবধ বিধানে ॥ ৪৯
কান্তাভাব যদিও সে ব্রহ্মানন্দ ধরে।
নর তবু পিতা মাতা জানিবে ঈশ্বরে ॥

---

* চৈতন্য চরিতামৃতে প্রভু বাক্য।
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥
ভক্ত দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হয়ে করে নির্ম্মল ভজন ॥

বাৎসল্য উদ্রেকে সদা জনকে চিন্তিবে।
বিশুদ্ধ ভাবনা বসে কৃষ্ণকে দেখিবে॥ ৫০
রায় বলে প্রভু তবে বুঝাও এখন।
কি কারণে ভজে নর নন্দের নন্দন॥
হাসিয়া কহিল প্রভু এ চিন্তা অপার।
সকলে ভজিছে মাত্র সেই সারাৎসার॥ ৫১
নন্দের নন্দন কোথা বল এইক্ষণ।
কোথা সেই গোপী বৃন্দ কোথা সখাগণ॥
কোথা সে গরুর পাল কোথা চূড়াবাঁশী।
কোথা বৃষভানু সুতা কোথা ব্রজবাসী॥৫২
বৃন্দাবনে যদি যাও রামানন্দ রায়।
না দেখিবে এই সব এখন তথায়॥
আছে মাত্র নিদর্শন উদ্দীপক ভাব।
কৃষ্ণ হেথা ছিল বলি উঠিবে বিভাব॥ ৫৩
তবে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে কোথায় রহিল।
কোথায় নন্দের সুতে সাধন করিল॥
সাধনা হইল সেই কৃষ্ণ আত্মারাম।
উদ্দীপক বৃন্দাবন এই জন্য ধাম॥ ৫৪
রূপক কল্পনা এবে কার্য্যকর হয়।
বৃন্দাবন ধামে ভক্ত হয় ভক্তিময়॥

এ কারণ তীর্থযাত্রা শ্রেষ্ঠ বলি জান।
তীথ নিন্দা করে যেই সে বড় অজ্ঞান॥৫৫
আত্মরূপা গোলোকেতে কৃষ্ণের বিরাজ।
নিত্য জ্ঞান আহ্লাদিনী এই দুই সাজ॥
আত্মারাম হয়ে স্নিগ্ধ করেন অন্তর।
নিত্য সেই রাধাকৃষ্ণ জ্ঞান নিরন্তর॥ ৫৬
জড় জগতেতে তুল্য তার বৃন্দাবন।
আত্মারাম তুল্য কৃষ্ণে দেখে সাধুজন॥
আহ্লাদিনী শক্তি সেই রাধারূপ হয়।
ব্রহ্মানন্দে গোপী সহ তুলনা নিশ্চয়॥ ৫৭
এ কারণ ভক্তগণ গিয়া বৃন্দাবনে।
ভাবনা করিছে মনে ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥
নিজ ব্রহ্মানন্দে তবে গোপী ভাব দিয়া।
রাধা সহ কৃষ্ণে গিয়া পড়িছে মিলিয়া॥ ৫৮
এ ভাবে যদ্যপি কভু জড়ভাব দিয়া।
অশ্লীলে সাধন করে সকাম হইয়া॥
ভণ্ড সেই ভক্ত নয় শুন মহাশয়।
বৈষ্ণবতা হানি তার হইবে নিশ্চয়॥ ৫৯
বৃন্দারণ্য সংঘটিত যত কার্য্য হয়।
উদ্দীপক মাত্র সব জান মহাশয়॥

অসার সকলি তার সার ভক্তি ধন।
আত্মারাম ভক্তির এ সব নিদর্শন ॥৬০
সার যদি বুঝ রায় বিনা নিদর্শন।
রাধাকৃষ্ণ প্রতি ভক্তি হয় সর্ব্বক্ষণ * ॥
তাই বলে নিদর্শন ঘৃণা আই নয়।
নিদর্শনে ঘৃণা করে মূঢ়েতে নিশ্চয় † ॥৬১

---

* রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।
যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।
ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদেক মেবা দ্বিতীয়ং। সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ঃ॥

সার্ব্বভৌমকে প্রভু এই সকল শ্রুতিগণের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ—

আপনি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥

† স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে এক মাত্র ভগবানকে নিদর্শনানুসারে উপলব্ধি করিয়া মনুষ্য অমর হইবে যথা।—

রামানন্দ বলে প্রভু তোমার কৃপায়।
এত দিনে মম মন সত্যপথে যায়॥
বাক্য অর্থ বুঝিতাম শাস্ত্রের কেবল।
মর্ম্ম অর্থ এত দিনে হইল সম্বল॥ ৬২
প্রভু তবে রামানন্দে সঙ্গেতে লইয়া।
চক্রতীর্থ পথে চলে ভ্রমণ করিয়া॥
টোটা * বাটে ধীরে ধীরে করিয়া গমন।
গোপীনাথ মন্দিরেতে করে সংকীর্ত্তন॥৬৩
কতক্ষণে সন্ধ্যা আসি হইল উদয়।
শ্রীমন্দীরে দুইজনে উপস্থিত হয়॥
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র আর কৃষ্ণদাস।
আসিয়া মিলিল সবে চৈতন্যের পাশ॥৬৪

ইহ চেদ বেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহা বেদী-
মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদ
মৃতা ভবন্তি॥

* উৎকল ভাষায় টোটা শব্দে উদ্যান ও বাট শব্দে পথ বুঝায়। কবিরাজ মহাশয়ের গ্রন্থে এরূপ উৎকল ভাষার বাক্য অনেক ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণের কষ্ট নিবারণার্থ আমি ঐ সকল কথার অর্থ বোধক বাঙ্গালা শব্দ সকল ব্যবহার করিয়াছি। কবিরাজ মহাশয় বহু দিবস শ্রীক্ষেত্রে বাস করায়

প্রভুকে সকলে তবে দেয় সমাচার।
ভক্তগণ গৌড় হতে আইল আবার ॥
আনন্দিত হয়ে প্রভু তক্ষাত মনে।
শীঘ্র চলিলেন সব ভক্ত দরশনে। ৬৫
আঠার নালার কাছে দেখিল তখন।
একত্রিত হইয়াছে গৌড় যাত্রিগণ।
একে একে সকলেরে করিয়া মিলন।
সুকুশল সমাচার করিল শ্রবণ॥ ৬৬
অদ্বৈতেরে আলিঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিল।
জননীর বার্ত্তা তবে আচার্য্য কহিল ॥
নিত্যানন্দ প্রভু সহ প্রেম আলিঙ্গন।
গৌড়ীয় সকল কথা শুনিল তখন ॥ ৬৭
মহানন্দে ভক্তগণে প্রবেশি নগরে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন করে উচ্চৈঃস্বরে ॥
চমকিল পুরীবাসী ভাল মন্দ জন।
দেখিতে লাগিল গৌড় ভক্ত আগমন ॥ ৬৮

অনেক উৎকল শব্দের ব্যবহার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মূল পুস্তকে অনেক পুরাতন কথার ব্যবহার আছে, কিন্তু ঐ সকল কথার পরিবর্ত্তে আধুনিক বিজ্ঞলোকদিগের ব্যবহৃত নানাবিধ শব্দ আমি গ্রহণ করিয়াছি।

নৃত্যগীতে কোলাহলে সন্ধ্যার সময়।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল গৌড় ভক্তচয় ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা রবে স্তব্ধ হল সবে।
আরম্ভিল হরিনাম অতি উচ্চ রবে ॥ ৬৯
প্রেমেতে বিহ্বল সবে গড়াগড়ী যায়।
কে কার অঙ্গেতে পড়ে দেখিতে না পায় ॥
হরিভক্তি নাহি জানে অন্ত আর সীমা।
গায় প্রেমময় গীত কৃষ্ণের মহিমা ॥ ৭০

গীতাদিষ্টমনুষ্ঠানং ক্রিয়তে শ্রদ্ধয়া যদি।
লভতে হরিদাসত্বং শাশ্বতং স নরাত্মজঃ ॥ ১
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য গীতা ধর্ম্ম সমাশ্রিতঃ।
পরমার্থ ফলং ধীরো লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২
চৈতন্যোক্তমিদং শাস্ত্রং গীতাসারমধুক্রমং।
হরিভক্তিসুধাপূর্ণং ভুঙ্‌ক্ষ্ব সাধো পুনঃ পুনঃ ॥ ৩
যো নরঃ পঠতে নিত্যং গীতাশাস্ত্রং দিনে দিনে।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি বিষ্ণোঃপরংপদং॥

ইতি শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যায়
ভক্তি শাস্ত্রে শ্রীমচ্চৈতন্য রামানন্দ
সংবাদে সংশয়চ্ছেদ নামক
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বৈষ্ণবদিগের আদর্শ স্তোত্র।

মনোধাবতি যস্যেশ প্রবৃত্তগুণকর্ম্মভিঃ!
তব পাদাম্বুজে দেব সার্থকং তস্য জীবনং ॥ ১
নরাধমোঽস্মি পাষণ্ডো ভক্তিহীনঃ কুকর্ম্মকৃৎ।
সদা নীচপ্রবৃত্তিশ্চ অশান্তোঽস্থিরমানসঃ ॥ ২
তর্কপ্রিয়ঃ সদা ক্রোধী লোভজে কলুষে রতঃ।
নিষ্ফলাশাসক্ত চিত্তঃ সাধুসৎকার্য্যনিন্দকঃ ॥ ৩
সজলেনাথ নেত্রেণ পতিতঃ পাদয়োস্তব।
দেহি শান্তিং অন্তরে মে ত্রিতাপৈ স্তাপিতস্যতু ॥ ৪
পতিতোদ্ধারকানন্ত! সজ্জনৈক সুবল্লভ।
তবপাদং বিনা নাথ নাস্তি অন্যা গতির্মম ॥ ৫
পিতা প্রভুঃ সখা কান্তঃ শান্তিপ্রদ পরাৎপর।
পাষণ্ডস্যাস্য সর্ব্বস্ব দেহি মে পদপল্লবং ॥ ৬
অনিত্যাস্ত্বৈহিকা শান্তি ভুক্তি মুক্তি রমুত্রচ।
নার্থয়েহমিমাঃ সর্ব্বা যাচে ত্বচ্চরণাশ্রয় ॥ ৭
প্রীতিং দেহি শুভে কার্য্যে সর্ব্বজীবেষু তো বিভো
যদানন্দ প্রভাবেণ লভেত মঙ্গলং ধ্রুবং ॥ ৮
সৃষ্টি কর্ত্রে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মাণ্ডপালকায়চ।
কল্পান্তে লয়কর্ত্রে চ বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে ॥ ৯
দেশকালাদ্যতীতায় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
দেহিনামাত্মরূপায় মন্নাথায় নমো নমঃ ॥ ১০

শ্রীসচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার।